জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যখন সংস্কার কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাঁহার সহযোগী কেহ ছিল না, এখন যে সকল কার্য্য সহজসাধ্য মনে হয়, তখন তাহা নিতান্ত কঠিন ছিল। যে ব্যক্তি প্রথম কোন দেশপ্রচলিত প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অপমান, অনেক অত্যাচার ও অনেক মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিতে হয়।

শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন সংস্কার কার্য্য সহজ হইয়া উঠিতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজের অবস্থা যাহা ছিল, তাহা শুনিলে আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। সেই প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।

বালবিধবার কষ্ট অনেকে অনেক কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলেন; সংসারে যত বালবিধবা ছিল, সকলেরই পিতামাতা অথবা আত্মীয় স্বজন ছিল—সেই আত্মীয়েরা তাঁহাদের দুঃখে অশ্রুপাত করেন নাই, এমনও নয়; কিন্তু সে করুণা কাজে প্রকাশ করিবার জন্য যে বল চাই, তাহা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই ছিল।

রামমোহন রায় সতীদাহরূপ রাক্ষসোচিত নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিয়া যেমন সভ্যজগতের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে কত চিন্তা, কত পরিশ্রম ও কত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এ সকল ব্যতীতও এই সংস্কার কার্য্যের মধ্যে তাঁহার আর একটি গূঢ় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যত দিন সুখে সুখে চলে, তত দিন অনেকে সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন। অনেকে কিন্তু যাহা বাহিরে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহা নিজের বাড়ীতে কার্য্যে পরিণত করিতে তত চেষ্টা করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখে বলিয়া, শাস্ত্র দেখাইয়া, তর্ক করিয়া কেবল বিধবা বিবাহ প্রচার করেন নাই—তিনি নিজের ঘরে নিজের একমাত্র পুত্রের সহিত একটি বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে তিনি যাহা অন্যায় মনে করিতেন, তাহা দেখিয়া কেবল বিলাপ, অশ্রুপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, সে অন্যায় দূর করিবার জন্য প্রাণপণ খাটিতেন—যাহা পরের পক্ষে ভাল মনে করিতেন, করিতে উপদেশ দিতেন, নিজের ঘরে, নিজের পরিবারে তাহা করিয়া দেখাইতেন।

তাহার পর, তিনি মান, সম্ভ্রম ও নামডাকের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই

করিয়াছেন—লোকের নিন্দা প্রশংসা তাঁহাকে কোন অধ্যবসায় হইতে কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার বীরত্বের মূলে দয়াধর্ম্ম বিরাজ করিত। তিনি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন—যাহা করিয়াছেন বিবেকবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছেন। রাজা বাদসাহ, কাহাকেও তাঁহার ভয় ছিল না; তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সামান্য মতান্তরের জন্য একাধিকবার পদত্যাগ করিয়াছেন।

যদি শুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে সহস্র প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকাতে বীরত্ব থাকে, যদি স্বীয় ব্রত প্রতিপালনের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উন্মুখ থাকাতে বীরত্ব থাকে—তবে তিনি প্রকৃত অর্থে বীর ছিলেন। তাঁহার অভাব আজ ভাষাতে প্রকাশ করা অসাধ্য।

সত্য বটে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, কর্ম্মবৃদ্ধ হইয়া জীবনের কার্য্য সাঙ্গ করিয়া জরা মরণের অতীতস্থানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। কিন্তু যদি সংসারে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য রাখা সম্ভব হইত—আমরা বোধ হয় কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম না। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চিরদিন পূজা করিব।

উপস্থিত মহিলাদিগের প্রতি অনুরোধ, যেন তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদ্‌গুণাবলী সর্ব্বদা সন্তানদিগের নিকট মুখে মুখে বিবৃত করেন এবং সন্তানদিগের চরিত্র তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন; তাহা হইলে রত্নগর্ভা বিদ্যাসাগরের মাতার ন্যায় আপনারাও ধন্য হইবেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগত হইয়াও স্বদেশীয়দিগের চরিত্রের মধ্যে জীবিত থাকিয়া চিরদিন ভারতের কল্যাণসাধন করিবেন। তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের শ্রেষ্ঠতর উপায় আর কিছুই হইতে পারে না।

অতঃপর শ্রীমতী কুমারী কামিনী সেন বিরচিত একটী কবিতা শ্রীমতী কুমারী হেমলতা ভট্টাচার্য্য পাঠ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুদিন পূর্ব্বে বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি,
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি ;
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোতঃ চলিছে প্রবাহি।
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে;
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যান ভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে,
যায় যথা দান-ব্রত সত্য-ব্রত পুণ্যবান্
যাও, তাত, যাও সেই দেব সদনে।

আর্য্য মহিলা।

সাবিত্রী।

(৩১৯ সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে সত্যবানের সেই "কাল বৎসর" পূর্ণ হইল। সাবিত্রী দেবী একথা দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছেন—তাই দুই দিন পূর্ব্বেই পানাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া কেবল জগদীশ্বরের অভয় চরণ স্মরণ করিতেছেন, সেই চরণ স্মরণ করিয়া এখনও সাবিত্রীর দেহে জীবন রহিয়াছে! বিধবা হইয়া রমণীকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈধব্যাশঙ্কা "জীবন্মৃত" হইতেও ভয়ানক, একথা আর বিশেষ করিয়া কি বুঝাইব?

দিবাবসান সময়ে সত্যবান্ প্রতিদিনের ন্যায় কাষ্ঠচ্ছেদন ও ফল মূল আহরণ করিতে গভীর বনে যাইতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী গৃহকার্য্যেই নিযুক্তা থাকুন বা যে কার্য্যেই ব্যস্ত থাকুন, তাঁহার কেবল সত্যবানই চিন্তা। যে রকম সাধারণতঃ রমণীর হইয়া থাকে, তাহাহইতে আজি সাবিত্রীর বিশেষ চিন্তা—ভয়ানক চিন্তা, না জানি কখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! যিনি—যে হতভাগিনী মুমূর্ষু স্বামীর অন্তিমাবস্থা প্রতীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আজি সাবিত্রীহৃদয় বুঝিতে পারিবেন! সে হৃদয়ে কত জ্বালা, কত ব্যথা—নৈরাশ্য আসিয়া করাল কক্ষে প্রাণের গ্রন্থি কি করিয়া খুলিতেছে, জানিতে পারিবেন! যাহাহউক পতিকে একাকী যাইতে দিতে, সাবিত্রীর প্রাণ সরিল না। সাবিত্রী পতির বনপথের অথবা মৃত্যুপথের সঙ্গিনী হইলেন।

গৃহস্থ সকলে জানিতেন, সাবিত্রী কি এক "ব্রত" করিয়াছেন। তাই সত্যবান্ অনাহারক্লিষ্টা ভার্য্যাকে নিজের অনুগামিনী হইতে বিশেষ নিষেধ করিলেন। সাবিত্রীর শাশুড়ীও অনেক নিবারণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাবিত্রীতে কি আর সাবিত্রী আছেন, যে সে সকল কথা রাখিতে পারিবেন? রমণী কি একাকী স্বামীকে মৃত্যু-মুখে পাঠাইতে পারে? তাই তিনি অনেক অনুনয় করিয়া সত্যবানের অনুগামিনী হইলেন।

দুজনে গহনবনে প্রবেশ করিলেন। সত্যবান্ কাষ্ঠ ছেদন করিতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছেন, সাবিত্রী বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি সাবিত্রীকে নিজের অবস্থা বলিতে না বলিতে বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িতেছিলেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সাধ্বী স্বামীকে নিজের অঙ্কে ধারণ করিয়া প্রাণপণে

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—আজ নিজের সকল শক্তি একত্র করিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী, স্বামীর জন্যে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন! আজ রমণীর বলে মৃত্যু অগ্রসর হইয়াও, ভয়ে ভয়ে পশ্চাদ্গামী হইতেছে! আজি সাবিত্রী পতির প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণপণ করিয়াছেন! এই বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি, এই মৃত্যুনাশিনী মূর্ত্তি যে একবার দেখিতে পায়, সেও বুঝি কোনও দিন মরে না!

এখন কাজে কাজে, আগে পৌরাণিক ঘটনা বলিতে হইতেছে। পুরাণ বলেন, সাবিত্রীর সর্ব্বস্ব ধন, সত্যবানকে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ যমদূতেরা আগমন করে, তাহারা সেই রণ-চণ্ডী সাবিত্রীকে দেখিয়া ভয়ে "পলাতক" হয়। শেষে যমরাজ নিজেই সত্যবানকে লইতে আইসেন! তিনি সাবিত্রীর ধর্ম্মভাব ও পতিপ্রাণতা দেখিয়া এত মুগ্ধ হন যে, সাবিত্রীকে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বর দান করিয়া ফেলেন। চতুরা সাবিত্রী যমের নিকট হইতে, শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি, পিতার বহু পুত্র, শ্বশুরের রাজ্য, অবশেষে সাবিত্রী মাতা ও সত্যবান্ পিতা হন, এইরূপ শতপুত্র চাহিয়া বসেন! যম মহাশয়, আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্তই স্বীকার করেন। অবশেষে সতীর কৌশলে (হাবা গঙ্গারাম বা বোকা রাম মোহনের মত) অপ্রতিভ হইয়া সত্যবানকে ছাড়িয়া যান। যমের বরে সাবিত্রী চিরদিনই সুখ শান্তি ভোগ করেন (১)। যাঁহারা পুরাণের সকল কথাই "সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এইখানে এ প্রবন্ধ শেষ করিতে পারেন।

পুরাণ হইতে কল্পনাগুলি সরাইতে পারিলেই, পুরাণ প্রকৃত ইতিহাস হয়। "সাবিত্রী" যে কল্পিত, একথা আমরা কখনই সহিতে পারিব না—এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক সত্যই। তবে শেষ ভাগটী অর্থাৎ সত্যবানের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কল্পিত বটে!—যদি মনুষ্য জীবনের অতিক্রান্ত কোনও ঘটনা হয়, তাহা "সরল বিশ্বাসী" বিশ্বাস করুন, কিন্তু মানুষে তাহা হইতে কোনও শিক্ষা পাইতে পারে না—ধারণা করিতেও পারে না। আজি কালি অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, সত্যবান্ কোনও দারুণ রোগাক্রান্ত হন, সাবিত্রী প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সম্ভবতঃ দ্যুমৎসেন, সাবিত্রীর শুশ্রূষায় দৃষ্টি, ও বুদ্ধি-কৌশলে রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাই "সাবিত্রী সমানা" হও বলিলেই সাবিত্রীর মত "স্বামীর আয়ু, যশ, ধন ও সৌভাগ্যের মূল হও" বলা হয়।

এই আধুনিক ব্যাখ্যাতেও আমার

(১) মহাভারতে এ বিষয় বিশেষরূপ বিবৃত আছে। আমরা সংক্ষেপে লিখিলাম, কারণ এ অংশটুকু বর্ণনা করিতে আমরা তত রাজি নহি।

মনে একটু গোলমাল থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ ইহাতে বোধ হয়, সাবিত্রী দেবী পতির একান্ত শুশ্রূষা করিয়াই, তাঁহাকে আরোগ্য করেন, অতএব প্রধানতঃ শুশ্রূষা-পরায়ণা হইতে পারিলেই রমণী পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারেন। শুশ্রূষা-পরায়ণা রমণী যে রোগযাতনা-নাশিনী একথা আমরা সহস্রবার স্বীকার করি, এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক, যাহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন রোগীও শুশ্রূষা গুণে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; ভগিনী ডোরা, শুশ্রূষা গুণে চিকিৎসককেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণপণ শুশ্রূষা করিলেও অনেক লোককে বাঁচাইতে পারা যায় না—তদ্ভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বিশেষতঃ স্বামীর রোগ সময়ে কোন্ রমণী শুশ্রূষায় বিমুখ হয়? স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, তাহাতে যিনি "রমণী রত্ন", তিনিও পতির রোগে আত্মবিস্মৃতা; যে রমণীকুলে "নগণ্য" সেও (সেইরূপ না হউক) অতিশয় চিন্তিতা। তবে প্রথমোক্ত "রমণী-জীবনের সর্ব্বস্ব" জানিয়াই পতি সেবা করেন, শেষোক্ত অন্ততঃ "অন্ন-বস্ত্রের যোগানদার" মনে করিয়াও পতিকে যত্ন করে। তাই বলিতেছি, "শুশ্রূষা"ই যদি আদর্শ জীবনের প্রধান উপকরণ হয়, তাহা হইলে এখনও বঙ্গগৃহে তাহার বড় অভাব হয় নাই—যে সাবিত্রী-ইতিহাস না বোঝে, সেও পতির শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ "সাবিত্রী ব্রত করিলে বৈধব্য অতিক্রম করা যায়।" কেন? শুশ্রূষা করিয়া?—অমন কথা বলিও না, তাহা হইলে বঙ্গমাতা "কত শত রত্ন" হারাইতেন না!!

যদি সাবিত্রী-কীর্ত্তির আসল কথাটা বাকি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কমলাকান্তের পথানুসরণ করিতাম না। (২) সাবিত্রীর সর্ব্বোচ্চ গৌরব, স্বামীকে "যমদণ্ড" হইতে রক্ষা করা, বা বৈধব্যাবস্থার অতীত হওয়া। এই আশয়ে মেয়েরা সাবিত্রী ব্রত করে, যে তাহারা কখনই বিধবা হইবে না; তাহারাও সাবিত্রীর মত "জন্মএয়োস্ত্রী" হইয়া থাকিবে! আজিকার দিনে—দর্শন বিজ্ঞান আলোচনার দিনে, এই রকম কথায় কয়জনের বিশ্বাস হইবে জানি না—"জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতে না পারিলে এ সকল কথা কেহই বুঝিবে না!—সেই "জন্মান্তর" বিশ্বাস করিতেই বা কয় জনের প্রবৃত্তি হইবে? অথচ যে আর্য্যগণ, প্রতি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অমানুষিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন,

---

(২) পণ্ডিত কমলাকান্ত ঠাকুর তাঁহার দপ্তররূপ শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন "যখন হারিয়া যাইবে, তখন গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিবে।" আমরাও সাবিত্রী দেবীর শেষভাগের সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেছি না—অবশ্য হারিয়া যাইতেছি, এখন আমাদের কমলাকান্তের ব্যবস্থা মত কাজ করাই ভাল। "মহাজন যে পথে যান, সেই পথই পথ"।

তাঁহারাই যে এত বড় কথাটা একটা কথার কথা—একটা "ছেলে ভুলানো" কথা বলিবেন, ইহাও অসম্ভব।

তবে সাবিত্রী-ব্রত জিনিসটা কি? সাবিত্রী ব্রতের অর্থ যে কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে ফুল চন্দন দিয়া স্বামীরচরণ পূজা করা, ইহা কখনও বিশ্বাস্য নহে। (তবে সে কার্য্যেরও মহ-দুদ্দেশ্য আছে বটে।) আমাদের বিশ্বাস, সাবিত্রী ব্রতের প্রকৃত অর্থ, সাবিত্রীর ন্যায় আত্ম-গঠন করা। সাবিত্রীর মত ধর্ম্মানুরাগ, পতিপ্রাণতা, ত্যাগস্বীকার, দৃঢ়তা ও দেবীত্ব শিক্ষা করা। সাবিত্রী দেবীর মত পতিদেবতায় আত্মোৎসর্গ কর; সাবিত্রীর মত স্বামীর ধন চাহিও না, মান চাহিও না, কিছুই চাহিও না, কেবল তাঁহাকে ভালবাসিয়াই চতুর্ব্বর্গ লাভ কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীর দুঃখের অংশ সাধিয়া গ্রহণ কর, রাজার মেয়ে হইলেও হাসিয়া হাসিয়া বন-বাস ক্লেশ ভোগ কর, যথা নিয়মে ভার্য্যাধর্ম্ম পালন কর। সাবিত্রী দেবীর মত, স্বামীকে ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাও, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে আপনার সুখ, বলিদান দাও, স্বামীর ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেল, এক দিন, দুই দিন, বহু দিন,—সাবিত্রী-ব্রত করিতে চৌদ্দ বর্ষ ব্যবস্থা—তুমি এই ব্রত চিরদিনই কর। তুমি যে কেন হও না, সাবিত্রী মাহাত্ম্যে তুমি কোনও দিন পতি হারাইবে না।

বিবি সেল্‌ডনের সাধু সংকল্প।

বিবি মে সেল্‌ডন (Mrs. May Sheldon) নাম্নী মার্কিনদেশীয় এক মহিলা আফ্রিকা দেশে যাত্রা করিয়া তথাকার অজ্ঞাত অপরিচিত প্রদেশ সমূহে ভ্রমণ পূর্ব্বক তত্তৎ দেশবাসিনী কৃষ্ণকায়া স্ত্রীলোকদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন! এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অনেক সাহসী ইয়োরোপীয় পুরুষ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহা-দিগের মধ্যে কেহ বা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে, কেহ বা ঐ মহাদেশের কোথায় কোন্ নদী, কোন্ পর্ব্বত, কোন্ মরুভূমি বা অরণ্য আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য, কেহ বা কাফ্রিদিগের আচার ব্যবহার অবগত হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আফ্রিকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান নাই। বিবি সেল্‌ডনই এই কার্য্যে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে অসভ্য কাফ্রি মহিলাগণের বুদ্ধি কিরূপ, ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ, তাহাদের হৃদয়ের গুণ নিচয় কতদূর উন্নত তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ দেশের স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি

সাধন জন্য একটী মহা চেষ্টার আয়োজন করেন। বিবি সেল্‌ডনের অদম্য অসাধারণ সাহস ও সুমহৎ উদ্দেশ্যের আমরা যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হউন্, ইহা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বিবি সেল্‌ডনের বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো নগরে। তিনি একজন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণা স্ত্রী-চিকিৎসক। চিকাগো নগর পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিছুকাল পারিস নগরে অবস্থিতি করেন, এবং সেথানে সংগীত বিদ্যা ও স্থাপত্য কার্য্য শিক্ষা করেন। আফ্রিকার পরিব্রাজকগণের মধ্যে অনেকেরই সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। তাঁহারাই তাঁহাকে তাঁহার সংকল্প সাধনে উৎসাহ দিয়াছেন। বিবি সেল্‌ডন আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন এবং একটী আরব দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আফ্রিকা যাত্রা করিবেন।

ছাতা।

আসিয়া খণ্ডে ছাতা অতি পুরাতন দ্রব্য। কিন্তু ইয়োরোপে উহা অপেক্ষা-কৃত নূতন জিনিষ। ভারতবর্ষ, শ্যাম, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ সমূহে রাজা ও সম্রাটগণ অতি পুরাকালে ছত্রের ব্যবহার করিতে একমাত্র অধিকারী বিবেচিত হইতেন। সংস্কৃত ভাষায় ছত্র শব্দের একটী অর্থ নৃপ। আর ছত্র-ভঙ্গ বলিলে নৃপনাশ বুঝায়। অদ্যাবধি ব্রহ্মদেশে ছত্রধারণ করা রাজার বিশেষ অধিকার বিবেচিত হয়। পারস্য, চীন, শ্যাম, এসকল দেশেও রাজার রাজকীয় সাজ সজ্জার মধ্যে অদ্যাপি ছাতাকে একটী প্রধান দ্রব্য মনে করা হয়। মরক্কো প্রদেশেও রাজা ও তাঁহার পরিবারস্থ লোক ব্যতীত রাজ্যের অন্য কেহ ছাতা ব্যবহার করিতে পারেন না। ইয়োরোপীয় তুরস্ক দেশে ছাতার প্রচলন অধিক হয় নাই এবং সুলতানের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া ছাতা খুলিয়া গমন করা দণ্ডনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। গ্রীক ও রোমানদিগের মধ্যে পুরাকালে ছাতার ব্যবহার ছিল। রোমান্ পুরুষগণ ছাতা ব্যবহার করা পুরুষোচিত মনে করিতেন না, সুতরাং কেবল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ছাতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পূর্ব্বে রোম সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছাতা ব্যবহার করিত। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সপ্ত-দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপে, ছাতার প্রচলন ছিল না। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পুনরায় উহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। ইয়োরোপীয়গণ ভারতবর্ষে

ব্যবহৃত ছাতা দেখিয়াই উহা প্রস্তুত করেন। প্রথমে যে ছাতা প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকার বর্ত্তমানে ব্যবহৃত ছাতা অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ছাতা সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে যে ইংরাজ ছাতা ব্যবহার করেন, তাঁহার নাম জোনাস্ হেনওয়ে। ইংরাজদিগের মধ্যে দুই প্রকার ছাতা প্রচলিত আছে, একটীর নাম 'পারাসল্'; অর্থাৎ 'সূর্য্য প্রতিরোধক", বৃষ্টির সময় ইহা ব্যবহার করা হয় না। 'পারাসল্' পুরুষেরা ব্যবহার করেন না, উহা কেবল ইংরাজ স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাকে ইংরাজীতে 'Umbrella' বলা হয়, তাহা বৃষ্টির সময়েই ব্যবহার করা হয়, এবং তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ব্যবহার্য্য। ইয়োরোপীয়গণ ছাতার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা অবধি উহা ক্রমেই সংস্কৃত ও সুলভ করা হইতেছে। এক্ষণে ইয়োরোপের নানা স্থানে যে ছাতা প্রস্তুত হয়, এসিয়া খণ্ডের লোকেরাই তাহা ব্যবহার করে। এই ভারতবর্ষে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বহুল সংখ্যায় দেশীয় ছাতা প্রস্তুত ও বিক্রীত হইত, কিন্তু এক্ষণে দেশীয় ছাতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ভীমরুলের চাক।

ভীমরুল চাক বোলতা চাকের ন্যায় তত সুন্দর না হইলেও দেখিতে মন্দ নয়। ইহা বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত বোধ হয়। এই চক্র কি উপকরণে নির্ম্মিত হয়, অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিয়াছি, তাহা বর্ণন করিব। ইহারা প্রথমে যখন চক্র নির্ম্মাণ আরম্ভ করে, তখন কোন একটী স্থান মনোনীত করিয়া তাহার কতক অংশ নির্ম্মাণ দ্রব্য দিয়া লিপ্ত করিয়া লয়। পরে সেইটুকু গোলাকার কুটারির মত যতটী কুটারী ঐ লিপ্ত স্থানে ধরে, ততটী গাঁথিয়া তোলে। পরে আবার তাহার পার্শ্বস্থিত কতকটা স্থান উক্তরূপে লিপ্ত করিয়া গাঁথিয়া তোলে, কিন্তু পূর্ব্ব কুটারী গুলির সহিত এই নূতন কুটারী গুলি সংযুক্ত থাকে। এইরূপে ইহারা চক্র বড় করিতে থাকে। বাহিরের কিম্বা বাগানের চক্র নির্ম্মাণ আমি দেখি নাই; আমাদের গোয়াল ঘরের বাঁশাওয়ার চালে একটা মস্ত চাক নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। চক্র নির্ম্মাণ কালে ইহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করে। আমি যেমন দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম, অবশ্যই ইহাতে ভুল থাকা অসম্ভব নহে, কেননা এই চক্র নির্ম্মাণ আমি একটা বই দেখি নাই। এই চক্রের কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলে আমি ইহার নিকট

অবসর মত দাঁড়াইতাম এবং ভীমরুলদের কার্য্য দেখিতাম। এইরূপে ক্রমে খুব বড় চক্র হইলে পরে ইহা নষ্ট করা হয়। ইহারা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, তাহার এক শ্রেণী নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেয়। অনুসন্ধান দ্বারা যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে ঐ নির্ম্মাণ দ্রব্য আর কিছুই নহে, উহা কেবল শুষ্ক বাঁশ কিম্বা কোন কোঁদা কাঠের অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভীমরুলগণের লালায় মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমবৎ হয়। উহারা যে স্থান হইতে লালামিশ্রিত ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ লইয়া আইসে, সে স্থানে কিছু ক্ষত দেখায় না। যাহাহউক ঐ দ্রব্য আনিয়া ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীদের মুখে দিয়াই পুনর্ব্বার ঐ দ্রব্য সংগ্রহে বহির্গত হয় এবং উহাদের তীক্ষ্ণ ও অতি সূক্ষ্ম দংষ্ট্র দ্বারা ঐ বংশ বা কাষ্ঠ হইতে কুরিয়া কুরিয়া গুঁড়া কাষ্ঠ বাহির করিতে থাকে। তাহা উহাদের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী এই সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। ইহারা ঐ দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া মণ্ডলাকারে কক্ষমুখে বসাইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভীমরুলগণ উহা অতি সাবধানে নিজেদের ঠোঁট দ্বারা মসৃণ ও বিস্তৃত করে, ক্রমে উহারা ঐ কক্ষের মুখ সকল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ করিয়া আনে, পরে মুখটায় যে ফাঁক থাকে, তাহা আঁটিয়া দেয়। এই সকল কক্ষের পরদা গুলি এত পাতলা হয় যে তাম্রপাত তাহার নিকট হার মানে। এই সকল কক্ষের ভিতর ভীমরুল স্ত্রীগণ ডিম্ব প্রসব করে, এবং বোধ হয় বড় ভীমরুলগণও রাত্রে ইহার মধ্যে বাস করে। এই ভীমরুল নগরী বোধ হয় ১০।১২ মহল হইবে। কিন্তু বাহিরের দরজা একটী কিম্বা বড় জোর দুইটী ; কারণ যখন চক্র ছোট রকম ছিল, তখন একটী মাত্র বহির্দ্বার দেখিয়াছি, কিন্তু খুব বড় হইলে দুইটী দ্বার দেখিয়াছি। ভীমরুলের ডিম্ব দেখিতে কড়া পোকার ন্যায়। চতুর্থ শ্রেণীর ভীমরুলগণ কেবল ভিতর বাহির পর্য্যবেক্ষণ করে। চক্রের কোন স্থান যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা তারে সংবাদের ন্যায় ভীমরুল নগরের সকলেই জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান মেরামত করে কিম্বা মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। একদিন দেখিলাম যে প্রকাণ্ড চক্র যাহা গোয়ালের বারাণ্ডার চালের অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেই চক্রের উপর একটী মাত্র ভীমরুল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। আমি ফিরিয়া আসিয়া একখানি চেয়ার ও ছোট একখানি কাঁচি লইয়া অতি সাবধানে চুপে চুপে সেখানে চেয়ার পাতিয়া তাহার উপর দাঁড়াইলাম, পরে যখন দেখিলাম যে ভীমরুল প্রহরী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়াছে, তখন আমি কম্পিতহস্তে ঐ চক্রের একটী

কক্ষের মুখটা ছাঁটিয়া দিলাম, অমনি দেখিলাম একটী ডিম্ব তথায় অবস্থিত। পরক্ষণেই দেখি ভীমরুল প্রহরী সেই ভগ্ন কক্ষের নিকট হাজির, এবং ভগ্ন কক্ষ দেখিবা মাত্র চক্রদ্বার দিয়া চক্রের মধ্যে গেল। তার পর ১।২ করিয়া ১০।২০টী কিম্বা তদধিক ভীমরুল বহির্গত হইল। আমি পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলাম, কিন্তু তাহাদের কার্য্য যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, কারণ ঐ ভীমরুলগণ সকলেই মনোযোগসহ ভগ্ন স্থান দেখিতে ছিল। তৎপরে মেরামত করিবার দ্রব্য সংগ্রহ জন্ম কয়েকটা ভীমরুল ছুটিল। কেহ ভিতর বাহির দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, সকলেই মহাব্যস্ত, ভীমরুলনগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভগ্ন স্থান মেরামত করা আরম্ভ হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভগ্ন স্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গেল, আমি সে দিনের জন্ম সেখান হইতে বিদায় লইলাম। পরদিন বিকালে অবকাশমত চেয়ার ও কাঁচি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু অদ্য দেখিলাম যে তিনটী প্রহরী চক্রের উপর ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হইল আমার কল্যকার ব্যবহারে অধিক সতর্ক হইবার জন্ম যেন ৩টাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। আমিও অধিক সতর্কতার সহিত সুবিধার প্রতীক্ষায় রহিলাম। যাই দেখিলাম উহারা আমার লক্ষ্যস্থল পরিত্যাগ করিয়া চক্রের অন্য প্রান্তে গেল, অমনি আমি ৫।৬টা কক্ষ কাঁচি দিয়া কাটিলাম। ইহাতে একটা আমাকে তাড়া করিয়া আসিল, বোধ হয় সে আমার কার্য্য জানিতে পারিয়াছিল। আমি বাধ্য হইয়া কিছুক্ষণের জন্ম সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার তথায় আসিলাম। এবারও সেখানে অনেক ভীমরুল জমা হইয়াছে, কিন্তু বেলা নাই, কার্য্য অধিক করিতে হইবে দেখিয়া তাহারা চক্র মেরামত না করিয়া চক্রের ভিতর গেল। পরদিন বিকালে আসিয়া দেখিলাম যে চক্রের ঐ ভগ্নস্থান সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে, ভাঙ্গার কোন চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরদিন আমাদের রাখাল ঐ চাকের নীচে আগুন দিয়া ধুঁয়া করিল, তাহাতে ভীমরুলগণ কতক বাহির হইয়া গেল, অবশিষ্টগুলিকে ঐ রাখাল চটে দা বাঁধিয়া দূর হইতে চক্র কাটিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিয়া সডিম্ব পোড়াইয়া মারিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন ঐ রূপে ভীমরুলদের সর্ব্বনাশ করা হইতেছিল, সে দিন আমি ও আমাদের বাড়ীর অনেকগুলি বালক বালিকা এবং আরও অনেকে সেখানে ছিলাম, কিন্তু ধূমাকুল ভীমরুলগণ বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া যাইবার সময় ক্ষেপিয়া কোনটী আমাদের কাহাকেও না কামড়াইয়া সহিষ্ণু, ধার্ম্মিক ও ক্ষমাশীলের ন্যায় চলিয়া গেল—মনুষ্য

জাতি নৃসংশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াই যেন চলিয়া গেল। সে দিন আমার মনটাও কেমন খারাপ হইয়াছিল, বোধ হয় ভীমরুলদের দুর্দ্দশাই আমার মন খারাপ হইবার কারণ হইবে।

মৃতের সৎকার।*

তিব্বতবাসিগণ মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন পূর্ব্বক হ্রদে নিক্ষেপ করে এবং মৎস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতে দেয়। পুরাকালীন বেক্‌ট্রিয়ান জাতি মৃতশরীর কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইত। মৃত শরীর ভক্ষণ করাইবার জন্য কতকগুলি কুক্কুর সাধারণের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত। পুরাকালে নরওয়েবাসীগণ মৃত শরীর একটী নৌকার উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার্য্য বস্তু সকল একত্রিত করিত, এবং ঐ নৌকায় অগ্নি সংযোগ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত। ইথিয়োপিয়ান্ জাতি মৃত্তিকার বা কোন ধাতুনির্ম্মিত আধারে চির-কালের জন্য মৃত শরীর রক্ষা করিত। বেবিলোনিয়ান জাতি মৃত শরীর মধুতে রক্ষা করিত। ফ্রান্স ও বেলজিয়ম বাসীগণ পূর্ব্বে পর্ব্বত কন্দরে মৃত শরীর প্রোথিত করিত। সিকিম রাজ্যে মৃত দেহ দাহ করিয়া চারিকোণে ভস্ম বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রথা আছে তাহারা মৃত শরীর পর্ব্বত শিখরস্থ গহ্বরে নিক্ষেপ করে এবং পথিকগণ উক্ত গহ্বর অনাবৃত দেখিলে তদুপরি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যায়। ব্রহ্ম-দেশের ভদ্র লোকগণের মৃত দেহ একটী কাষ্ঠাবরণের মধ্যে রক্ষিত করিয়া তাহা অগ্নি রাশি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; কাষ্ঠাবরণটী দগ্ধ হইয়া গেলে মৃত দেহটী উঠাইয়া লইয়া তাহা দাহ করা হইয়া থাকে।

বেয়েনী নামক আমেরিকার অসভ্য জাতি অরণ্য মধ্যে বৃক্ষোপরি মৃত শরীর লম্বমান করিয়া রাখে, মাংসাশী পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। চীনেরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর স্থানে মৃত শরীর কবর দিয়া থাকে। চীনদিগের বিশ্বাস যে তাহারা যেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক না কেন, চীন দেশে তাহাদিগের শরীর সমাহিত না হইলে পরকালে তাহাদিগের সদ্গতি হইবে না। এই বিশ্বাস থাকাতে অনেক চীন বিদেশে কার্য্য করিতে যাইবার সময় নিয়োগকারীর নিকট হইতে এই

* বামাবোধিনী ৩০৩ সংখ্যা ৩৭২ পৃষ্ঠায় দেখ।

বন্দোবস্ত করিয়া লয় যে মৃত্যুর পর তাহার শরীর স্বদেশে সমাহিত করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। গ্রীক জাতির মধ্যে মৃত দেহ দাহ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। রোমানদিগের মধ্যে কিয়ৎকাল দাহ রীতি প্রচলিত থাকে এবং তৎপরে সমাধি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কান্সাস্ নামক একটী রাজ্য আছে। ঐ রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগকে প্রায় সকল বিষয়ে পুরুষগণের ন্যায় সমান অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কান্সাসে নিয়ম আছে কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ না করিয়া জমী কিম্বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে আইন আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে এক একটী সভা আছে, তাহাকে "পুয়র্-ল-বোর্ড"বা "দরিদ্রদিগের আইন নির্ব্বাহক সমিতি" বলা হইয়া থাকে। এই সকল সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কয়েক জন করিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের উক্ত সমিতি সমূহে চল্লিশজন স্ত্রীলোক সভ্যরূপে নিযুক্ত আছেন।

৩। সেন্ ডোমিঙ্গো দ্বীপে একটী লবণের পর্ব্বত আছে। ইহা দুই ক্রোশ লম্বা এবং ৫০১৬০ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বত একটী প্রকাণ্ড লবণের চাই। এই লবণ প্রায় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; এক ইঞ্চি পুরু একখণ্ড লবণ কোন একখানি ছাপার কাগজের উপর রাখিয়া অনায়াসে তাহা পাঠ করা যায়। এই পর্ব্বতস্থ লবণ উক্ত দ্বীপবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া ক্রমে ইহার আকৃতি হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

৪। বাদুড়েরা দৃষ্টিশক্তির পরিচালনা অতি অল্পই করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের চক্ষু নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্পালান্জানি নামক ইতালীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বাদুড়ের শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তি এরূপ তীক্ষ্ন যে একটী বাদুড়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া যদি তাহাকে একটী ঘরে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে উড়িবার সময় সম্মুখস্থ সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থের ব্যবধান পর্য্যন্ত স্পর্শ শক্তি দ্বারা বোধ করিয়া থাকে।

৫। মস্কট নগরে এরূপ গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়া থাকে যে তথায় অনেকে দিবা-ভাগে ও রাত্রিকালে মাটীর উপর শয়না-বস্থায় থাকিয়া ভৃত্যদিগকে অনবরত তাহাদিগের শরীরে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দেন। সারি সারি আট দশজন

লোক শয়ন করিয়া রহিয়াছে, এবং মালী যেমন গাছে জল সিঞ্চন করে, সেইরূপ এক জন ভৃত্য তাহাদিগের গাত্রে জল ছড়াইয়া দিতেছে, এই দৃশ্য মরুট নগরে গৃহে গৃহে দেখা যায়।

৬। স্পেন্‌দেশে ত্রিশ প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত আছে। তথায় প্রত্যেক রাজা বা রাণী নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বা রাণীগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করেন না। এইরূপে ক্রমেই মুদ্রার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

৭। যে সকল মৎস্য সমুদ্রের দুই হাজার ফিট নিম্নে জল মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে, তাহারা মাংসাশী। অতদূর নীচে সূর্য্যালোক সম্যকরূপে প্রবেশ করে না বলিয়া সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না, সুতরাং তথাকার মৎস্য-গণ জলমধ্যস্থ কীটাদি আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী।"

ভাষায় বলে "যেমন দেবা তেমনি দেবী।" এই উক্তির কি কিছু সার্থকতা আছে? যদি থাকে তো তদ্বিষয় কিছু অনুশীলন করা যাউক। সকলেই জানেন যে, এখানে "দেবা" অর্থে স্বামী আর "দেবী" অর্থে স্ত্রী, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী অর্থাৎ স্বামী যে প্রকার লোক হইবে স্ত্রী নিশ্চয় অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে তদনুরূপ প্রকৃতি পাইবে। স্থূল কথা, স্বামী স্ত্রীর আদর্শ, স্বামীকে দেখিয়া স্ত্রীর জীবন গঠিত হয়। স্বামী ভাল হইলে, স্ত্রী ভাল হইবেই হইবে। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধাতু সংশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, সেই-রূপ স্বামীর সারবত্তারূপ অনলে স্ত্রীর অসারবত্তাটুকু ভস্মীভূত হইয়া বিশুদ্ধ সারবান পদার্থে পরিণত হয়। প্রত্যুত, স্বামী অসার চরিত্রহীন পুরুষ হইলে স্ত্রী চরিত্রবতী গুণশীলা হইয়াও অনেক স্থানে দোষসঙ্কুলা হইয়া পড়েন। যেমন আলোক হইতে লোক অন্ধকারে আগ-মন করিলে সকলি অন্ধকারময় দর্শন করে, পূর্ব্বের আলোক তাহাকে কিছু-মাত্র সহায়তা করে না—সে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে; নির্গুণ স্বামীর হস্তে গুণবতী নারীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়। এই উক্তির যাথার্থ্য সমস্ত সভ্য জগতে স্বীকৃত। ইংলণ্ডীয় মহিলাগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া চরিত্রবতী হইয়া পরিণীতা হন; তথাপি তাঁহাদিগের ভাবী জীবন স্বামীর উচ্চ বা নীচ আদর্শে পুনর্গঠিত হয়। আমাদিগের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় বঙ্গমহিলার স্বামী শুধু

স্বামী নহে, শিক্ষকও। বঙ্গীয় যুবকদিগের এই দায়িত্বের দিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও ধার্ম্মিক হওয়া যে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক, বোধ হয় তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাউক এখন কিরূপ দেবী বঙ্গদেশে জন্মিতেছেন। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান আগার গৃহ। গৃহে জনয়িত্রী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। বঙ্গীয় গৃহস্থগৃহে জননী নিজে লেখা পড়া জানেন না, অন্যকে শিখাইবেন কি? সুতরাং মূর্খা মাতা দ্বারা সন্তান কিরূপ শিক্ষিত হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে না। এই কথার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, লেখা পড়া না জানিলে কি নারী গুণসম্পন্না হয় না? আমরা বলি হয়, কিন্তু বিদ্যা গুণের নায়িকা, বিদ্যা গুণের শিরোভূষণ, বিদ্যাই গুণ বর্দ্ধনকারিণী। গুণ সুবর্ণ, বিদ্যা সোহাগা। বিদ্যাহীন গুণী লোক অন্ধগুণকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়।

পারিবারিক চক্রের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষক পিতা। এখনকার পিতৃগণের মধ্যে অনেকে নীতি বিষয়ে উদাসীন। ইহারা অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলা যে একটি মহা পাপ, তাহা নিজে স্মরণ রাখিয়া কণ্টকাকীর্ণ সংসারমার্গে পদবিক্ষেপ করেন না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোনও ভদ্রলোক কোনও ভদ্রসন্তানের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, পিতার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সন্তানকে দিয়া বলিয়া পাঠান "বলগে যা বাবা বাড়ী নেই।" এদিকে মুখে শিক্ষা দিতেছেন "বাবা মিথ্যা কথা বলিও না," "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ," ওদিকে স্পষ্ট মিথ্যা বলিতে আদেশ দিতেছেন। ইহাতে কি হয়? সন্তান অনতিবিলম্বে জানিয়া লয় যে, বাবা নিজেই মিথ্যা বলিতে সময় সময় আজ্ঞা করেন। অতএব মিথ্যা বলা দেখিতেছি তত পাপ নয়। সেও ঐরূপ বলিতে চায়, শেখে, শিখিয়া কালক্রমে ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে।

তৃতীয় শিক্ষক গুরুমহাশয়। এস্থলে আমরা গুরুমহাশয়ের অর্থে পাঠশালার শিক্ষক ও স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, আর বিদ্যালয় অর্থে স্কুল পাঠশালা সকলি অভিহিত হইল। বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয় বলিলেন "ওরে পরের জিনিষ লওয়া দোষ, ও কাজ করিসনে।" তার পর ছাত্র দেখিল (অবশ্য বিদ্যালয়ের বহির্দেশে) শিক্ষক মহাশয় নিজে তাহা করিতেছেন। ইহাতে কি সে অন্ততঃ কলমটা বা কাগজটা তৎ তৎ অধিকারীর অজ্ঞাতসারে লওয়া চুরী বলিয়া মনে করিবে? এই দৃষ্টান্তটী সহজে মনে পড়িল, তাই উল্লেখ করিলাম। ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ তিনি নিজে করিয়া যে শিক্ষা

দিতেছেন ও প্রকারান্তরে আপনার নীতি শিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিতেছেন, সে সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কিছু উপায় হইতেছে? ঘরে বাহিরে মিথ্যা কথা চুরী প্রভৃতি শিক্ষা হইতেছে। ধর্ম্মের আলোচনা, নীতির আলোচনা প্রকৃতপক্ষে আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নাই। ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই যুক্তি ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সকল সত্যে সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে এরূপ বিষয় বিদ্যালয়ে কেন না অধীত হয়? এই মহানগরীস্থ কোন এক গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মার প্রদত্ত সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বিষয়ক "উপদেশ" তত্রত্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইতে দেন নাই। দেওয়াতে উপকার ব্যতীত অপকার নাই, ইহা তিনি বুঝেন নাই। এরূপ লোকের হস্তে দুরূহ অধ্যাপনা কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে মহাপণ্ডিত চাণক্যের শ্লোক গুলি পঠিত হইত, এমন কি ছাত্রগণকে তাহা মুখস্থ করিয়া গুরুমহাশয়কে শুনাইতে হইত। এখনকার ছেলেরা কি চাণক্যের নাম শুনিতে পায়? পূর্ব্বে ঐ শ্লোকগুলি আবার বাটীতে ও "পঞ্চ পিতা, সপ্তমাতা" প্রভৃতি সার নীতি বিষয় গুলি পিতা প্রভৃতি গুরুজন সমক্ষে সন্তানগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইত। এখন কি তাহা হয়? এখনকার ছেলেরা স্বর্গীয় পিতার নামের অগ্রে শ্রী দিয়া বসে; পিতামহের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে চক্ষু স্থির। আপনার পিতামাতা শিক্ষকেরই অবমাননা করে, "অন্যে পরে কা কথা"। এই সকল কুশিক্ষায় যে কিরূপ "দেবা" হইবে, তাহার আভাস মাত্র বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিতে প্রয়াস পাইলাম।

আখ্যায়িকা।

অতি প্রাচীনকালে দুইজন খ্রীষ্টান সাধু এক পর্ব্বত গুহায় থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই মানবসমাজের সর্ব্ব প্রকার হিংসা দ্বেষাদি মলিন ভাব হইতে বহু দূরে থাকাতে তাঁহারা সংকীর্ণতা ও কুটিলতা কি জিনিস তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মবন্ধুত্বে পরস্পর সম্বন্ধ হওয়াতে একের সহিত অপরের কোন পার্থক্য ছিল না।

এক দিন ছোট সাধু বড় সাধুকে বলিলেন, "শুনিয়াছি লোকালয়ে কত ঝগড়া বিবাদ হয়, এস আমরা দুজনে মিলিয়া খানিকক্ষণ ঝগড়া করি।" বড়

সাধু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "তুমি কি ঝগড়া করিতে পারিবে ?" ছোট বলিলেন "কেন পারিব না ?" তুমি আমাকে একবার শিখাইয়া দিলেই আমি বেশ ঝগড়া করিতে পারিব। তখন বড় সাধু ছোটকে এক খণ্ড প্রস্তর দেখাইয়া বলিলেন, "মনে কর এই প্রস্তর খণ্ড লইয়া আমাদের ঝগড়া হইবে। তুমি বলিবে যে এ প্রস্তরখণ্ড আমার, আবার আমি বলিব যে ইহা আমার ; এই ভাবে এই সামান্য শিলাখণ্ড লইয়া আমাদের মধ্যে খুব বিবাদ বাধিবে।" বড় সাধুর নিকট এইরূপে ঝগড়া করিতে শিখিয়া ছোট সাধু বলিয়া উঠিলেন, "এ প্রস্তর-খণ্ড আমার," বড় সাধু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নয়, আমার।" ছোট সাধু বলিলেন, "বেশ তোমার হয় ত তুমিই লও।" দুঃখের বিষয় ঝগড়া এই-খানেই শেষ হইয়া গেল।

যীশুর প্রিয়তম শিষ্য সাধু জন (John) একটী যুবাপুরুষকে বড়ই প্রেম করিতেন। জনের সহবাসে থাকিয়া এই যুবকের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যুবকের প্রাণে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই কার্য্যোপলক্ষে জনকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইল। যুবক কুসংসর্গে পড়িয়া বিপথগামী হইল। যুবক একজন শক্তি-শালী লোক ছিল। সুতরাং কুপথে গিয়াও কুলোকের নেতৃত্ব পদ লাভ করিল। সে একদল দস্যুর দলপতি হইয়া অশ্বারোহণে রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে জন ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়াই প্রিয় শিষ্যের পতনের কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রাণে শেল বাজিল। তিনি অবিলম্বে প্রিয় শিষ্যের অন্বেষণ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুল প্রাণে অন্বেষণ করিতে করিতে একদিন অকস্মাৎ দেখিতে পাই-লেন প্রাণসম যুবা শিষ্য অশ্বারোহণে যাইতেছে। সাধু পাগলের ন্যায় "প্রিয় বৎস," "প্রিয় সন্তান," বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। যুবা সাধুকে চিনিয়াও চিনিল না, দেখিয়াও দেখিল না। সে অধিক-তর জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গন্তব্য স্থানে চলিতে লাগিল। প্রেমস্বভাব জন প্রেম বলে বলীয়ান হইয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় পথে অশ্ববেগে দৌড়িতে দৌড়িতে তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইল, শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি প্রাণের টানে সন্তানতুল্য শিষ্যকে ধরিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছেন। অবশেষে অশ্বারোহী ও সাধু উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অশ্বারোহী যুবক অশ্ব থামাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সাধু হারাধন পাইলাম বলিয়া প্রবল বেগে ছুটিয়া গিয়া যুবকের গলা জড়াইয়া ধরিলেন এবং

চক্ষের জলে ভাসিয়া "আমার সন্তান," "প্রিয় পুত্র" ইত্যাদি সুমধুর সম্বোধনে দস্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। যুবকের পাপাসক্ত পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেও জনের চরণ ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। প্রেম যুগে যুগে দেশে দেশে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া কত জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার করিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান দেশ ব্যাপিয়া হইতেছে, তাঁহার পুত্রও এতদুপলক্ষে উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। প্রায় ২০,০০০ কাঙ্গালীকে ।০ চারি আনা করিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

২। আগামী নবেম্বর মাসে যুবরাজ প্রিন্স জর্জ ভারত ভ্রমণে আসিবেন।

৩। এ বৎসর বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় দুইজন বাঙ্গালী যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম এস পালিত ও বি সি, সেন।

৪। বঙ্গবাসী পত্র রাজদ্রোহী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিস কোর্ট হইতে বিচার হাইকোর্টের দায়রা সোপরদ্দ হয়। আপাততঃ আসামী ৪ জন জামিন দিয়া খালাস হইয়াছেন, ২ মাস পরে তাহাদের পুনর্বিচার হইবে।

বামারচনা।

মাতৃ ও শ্বাশুড়ী ভক্তি।

(পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)

গুরুজনের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, তবে কোথায় কোথায় ইহার ন্যূনাধিক্য দেখা যায় বটে। যাহা আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক, আমরা যে তাহা সর্ব্বদাই করিতে পারি, এমত নহে। শিক্ষাদ্বারা আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলিকেই বিকশিত করা চাই এবং কোন্ অবস্থায় কাহার প্রতি আমাদের কি প্রকার কর্ত্তব্য, তাহাও অনেক দূর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য স্থির করিয়া রাখা উচিত। এবিষয়ে এইরূপ চিন্তা ও শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক সময়েই অনেক ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ মাতৃভক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাউক।

এজগতে মাতৃস্নেহের তুলনা কোথায়? মাতার স্নেহ যে জগতে অতুলনীয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিপদের সময়, পীড়ার সময় আমরা একবার 'মা' নাম মুখে করিলেও কত আনন্দ লাভ করি, সন্তানের প্রতি মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন আর কেহই করে না, কেহই পারে না। স্নেহ অনেকেই করেন বটে, কিন্তু মায়ের স্নেহের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমি যদি মূর্খ কিম্বা পাপী হই, তবে আমি সকলের অপ্রিয় হইব বটে, কিন্তু কখনও মাতার বিরাগভাজন হইব না। যাহাকে পাপী বলিয়া সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই হতভাগ্যের জন্য মাতা ভিন্ন কে আর নীরবে অশ্রুপাত করে? মাতাকে সন্তান সম্বন্ধে যে যাহা বলুক না কেন, মাতা সন্তানের শুভ কামনা ভিন্ন অন্য ভাব মনে স্থান দিতে পারেন না। তাই লোকে বলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" ইহার অর্থ এই যে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এমন যে মাতা, আমরা তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া কি থাকিতে পারি? সন্তান যদি দুদিনের জন্যও বিদেশে যায়, তবে মার নিকটে সেই দুইদিন দুই বৎসরের মত বোধ হয়। সর্ব্বদা সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর আমাদের একটু অসুখ হইলে মা অস্থির হইয়া পড়েন, এবং আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। আমরা যখন মাতার অবাধ্য হই, তখন ভাবি না যে মাতা আমাদের প্রতি কত স্নেহবতী। দেখিতে পাই যে তিনি আমাদের অবাধ্যতায় কষ্ট পাইলেও আমাদের সেই দুষ্ট ব্যবহার শীঘ্রই ভুলিয়া যান। আমাদিগের সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিতে পারি। তাঁহার পীড়ার সময় তাঁহার সেবা করিব, মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করিব এবং আরও নানারূপে তাঁহার বিনোদনে সযত্ন হইব। যাহার এ সংসারে মা নাই, তাহার কোথাও আদর নাই; সে হয়ত কোথায় দাঁড়াইয়া খাবার চাহিতেছে, সে কথাও কেহ শুনে না, সে কাঁদিয়া অস্থির হইলে কে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দেয়? অন্য লোক থাকিতেও সে এ সংসারে মা বিনা অনাথা। এমন যে স্নেহময়ী মাতা আমরা তাঁহাকে প্রাণপণে সুখী করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। মা যখন যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব যেন সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞাবহ হইতে পারি, এবং তাঁহার হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন না করি।

শাশুড়ী ভক্তি।

শাশুড়ী মার অনুরূপা সত্য বটে,

কিন্তু মাতাকে জন্মাবধি দেখিতেছি, জন্মাবধি তাঁহার স্নেহ অনুভব করিতেছি, সুতরাং মাতার প্রতি ভক্তি যেরূপ স্বতঃ উৎপন্ন হয়, শাশুড়ীর প্রতি সেরূপ না হইতে পারে। তবে শাশুড়ী যে আমাদের মাতৃস্থানীয়া এবং মাতার স্বরূপ, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই। রমণী, প্রণয়ে স্বামীর সহিত যুক্ত হয়েন। যদি স্বামী তাঁহার মাতার প্রতি ভক্তিমান থাকেন, তাহা হইলে সেই রমণীর পক্ষেও শাশুড়ী-ভক্তি অতিশয় স্বাভাবিক, এবং সহজ হইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ও সহজ হউক আর নাই হউক, সর্ব্বপ্রযত্নে শাশুড়ীর প্রতি মাতার মত ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। অনেক বধূর ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে সে কখনও দেখে নাই, যাঁহার স্নেহ কখনও অনুভব করে নাই, তাঁহারই বধূ হইতে হইল। সে জানে না শাশুড়ী কাহাকে কেমন স্নেহ করেন, এরূপ স্থলেও সহজে ভক্তির উদয় হয় না। আমাদের ভক্তি প্রভৃতি অন্যের ভাবসাপেক্ষ। সচরাচর দেখা যায় যে, যিনি যাহাকে যে পরিমাণে স্নেহ করেন, তিনি সেই পরিমাণে স্নেহ পাইয়া থাকেন। সেই প্রকার শাশুড়ী বধূকে স্নেহ করিলেই, বধূ তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কোন কোন স্থানে শাশুড়ীর দোষে, কোন স্থানেই বা বধূর নিজের দোষে শাশুড়ীর প্রতি ভক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। এখন কাহার প্রথমে ভক্তি এবং স্নেহ করা উচিত? বধূ কন্যাস্থানীয়া, এবং শাশুড়ী মাতৃস্থানীয়া। এরূপ স্থলে বোধ হয় প্রথমে শাশুড়ীর বধূকে স্নেহ করা উচিত। কারণ বালিকা সহজেই ভ্রম করিতে পারে এবং তাহা কতকটা মার্জ্জনীয় বটে। সে নূতন স্থানে আসিয়াছে, কিরূপে চলিতে হইবে, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে জানে না। প্রথম সে যখন আসে, তখন তাহাকে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখন তাহার নূতন স্থান তাহার ভাল লাগে না। যে প্রকার অরণ্য হইতে একটী পক্ষী ধরিয়া পিঞ্জরে রাখিলে তাহার নিকট সে পিঞ্জর সুবর্ণময় হইলেও তাহার নির্ম্মিত বাসা অপেক্ষা কখন ভাল লাগে না; সেই প্রকার বধূ যখন নূতন বাড়ী আসে, তখন তাহার কিছুই ভাল বোধ হয় না। পাখী যেরূপ উত্তম খাদ্য না পাইলে পোষ মানে না, সেইরূপ বধূ কিরূপে তাহার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া শাশুড়ীকে মাতার ন্যায় দেখিতে পারে? এই জন্য শাশুড়ীর উচিত যে প্রথম সেই বালিকাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন। একমাত্র স্নেহই তাহাকে ভুলাইয়া রাখে এবং কেবল স্নেহের দ্বারাই বধূগণ বশীভূত হইয়া শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী হয়েন। স্বভাবতঃ সকল বধূ শাশুড়ীকে ভয় করেন। শাশুড়ীর পক্ষে বধূর প্রতি যেরূপ স্নেহ করা উচিত, বধূরও সেইরূপ শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি করা উচিত। যদি শাশুড়ী কখন কোন বিষয়ে বিরক্ত হন, তবে বধূর উচিত যে সহিষ্ণুতা গুণে তাহা সহ্য করেন। আর কখনও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা বধূর কখনও উচিত নয়। কিন্তু আজ কাল অনেক বধূই যাঁহারা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা শাশুড়ীকে দুই একটী কথা বলিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু বধূদের পক্ষে মাতার অনুরূপ সেই শাশুড়ীর প্রতি এমন ব্যবহার করিয়া শিক্ষার কুফল প্রদর্শন করা উচিত নহে। শাশুড়ী যত দুষ্ট হউন না কেন,

বধূর তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া অন্য রূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন শাশুড়ীর কন্যারা নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ী থাকেন, আর শাশুড়ী কন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশে বাস করিতে থাকেন, সেই দুঃখের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝান কর্ত্তব্য যে, বধূরাই তাঁহার কন্যাস্থানীয়া। পীড়ার সময় ঠিক্ মায়ের তুল্য সেবা করিতে হইবে। এক কথায় কন্যার যত কার্য্য সকলি বধূকে করিতে হইবে।

উল্লিখিত শাশুড়ী-ভক্তি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রথমে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিলে বধূরা শাশুড়ীকে স্নেহ করেন না (অনেক স্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে।) তবে কি সে শাশুড়ীর প্রতি স্নেহ করা উচিত নয়? শাশুড়ী স্নেহ না করিলে বধূর শাশুড়ীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বধূ বালিকা, তাহার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু বধূ আর চিরদিন বালিকা থাকেন না, ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হইয়া উঠেন; তখন আর সে বালিকা ভ্রম থাকে না। অনেক শাশুড়ী আছেন, তাঁহারা বধূকে স্নেহ করেন না, আর অনেক বধূ আছেন যাহারা শাশুড়ীর এই প্রকার ব্যবহারের সমুচিত বাব্হার করিয়া থাকেন। শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কদাচ উচিত নয়। শিক্ষিতা হইয়াছেন, বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন একবার বধূর শাশুড়ীর প্রতি পূর্ব্বোলিখিত প্রকারে ভক্তি করিয়া দেখা আবশ্যক। তিনি শাশুড়ীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিবেন যে শাশুড়ী পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বধূকে স্নেহ করিতে পারেন। বোধ হয় বধূর এইরূপ কোমল ব্যবহারে শাশুড়ী বধূকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাহা হইলে বধূরা যখন পীড়ায় অস্থির হইয়া মাগো, বাবাগো বলিয়া ডাকিবেন, তখন কি শাশুড়ী তাহাদের প্রতি মাতৃস্নেহ বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারিবেন? উচ্চ পদ বা উচ্চ মান সম্ভ্রমের ভ্রমে পড়িয়া যদি শাশুড়ীর কিম্বা মাতার প্রতি রূঢ় ব্যবহার বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে চরিত্রের অত্যন্ত গুরুতর দোষই প্রকাশিত হয়। দিনে দিনে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে সুশিক্ষিতা রমণীগণ গুরুজনের প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আপনাদের সুশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবেন।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

বিসর্জ্জন।

১

আর কেন দিবাকর, পূরব গগনে
দিলে দরশন?—
থাক্ বঙ্গ কালি-মাখা,
থাক্ কুহেলিকা-ঢাকা,
আজি তার বুকে নাই "প্রাণাধিক ধন!"

২

তুমি কি দেখিছ মুখ লুকাইয়া হেন,
শ্রাবণের ধারা!
যত পার ঢা'ল তুমি,
ডুবে যা'ক্ বঙ্গ ভুমি,
স্নেহের "ঈশ্বর" তার হয়েছে সে হারা!

৩

থা'ম্ রে বিহগ, তোরা গা'স্‌নেকো আর
ও প্রভাতি গান!
ভুলে গিয়ে "কুহু কুহু"
ডাক্ পাখি "উহু উহু"
মা'র বুকে নাই আজি প্রাণের সন্তান!

৪

আর তুমি দিগঙ্গনে, কি দেখিতে এলে
গগন-প্রাঙ্গণে ?
চাইনে, মৃদুল বায়,
আতপ্ত ফুলের গা'য়,
আমরা এসেছি আজি দেব-বিসর্জ্জনে !

৫

মায়ের কপালে কালি দিয়েছে আগুন
নিশীথ অষ্টমী—
মুখে তা কহিতে হায়
বুক যে ফাটিয়া যায় !—
হয়েছে বঙ্গের আজি "বিজয়া দশমী !"

৬

আঁধারি অযোধ্যাপুরী বঙ্গ অভাগীর
রাম গেছে ছেড়ে !—
কি কহিব হরি হরি,
কহিব কেমন করি,
বিদ্যাসাগরেরে আজি নিয়ে গেছে কেড়ে।

৭

কেন রে অশনি, আজি পড়িলে না আসি
বঙ্গ মা'র শিরে—
তা হলে তো আজি মাতা
সহিত না হেন ব্যথা,
জীবনের সরবস্ব ফেলি গঙ্গাতীরে ! !

৮

কেন রে সাগর, তুমি না করিলে গ্রাস
বঙ্গ-অভাগিনী—
তা হলে তো এতক্ষণ
দিত না সে বিসর্জ্জন,
দুখিনীর কোটী সোণা নয়নের মণি !

৯

আজ আর দীন হীন কার কাছে ক'বে
পরাণের জ্বালা ?—
কোথা সে "অনাথবন্ধু"
কোথা সে "করুণাসিন্ধু"
কোথা সে অমর আভা দেব-দেহে ঢালা !

১০

কার আশা করে আর পতি সুতহীনা
অনাথা দুঃখিনী ?—
অবলা বালার তরে,
কে খাটিবে শত করে,
কার মুখ চাবি তোরা, ও বঙ্গ-বাসিনি !

১১

বঙ্গের উজ্বল রবি আজি রে ডুবিল
কাল সিন্ধু-নীরে—
জননীর হৃদাকাশে,
কত তারা যায় আসে,
এমন তপন আর উজলিবে কিরে ? ?

১২

পেয়েছিলি অভাগিনি, শত জনমের—
তপস্যার ধন—
আজি এ কনক খাটে
এই নিমতলা ঘাটে,
সে দেব-দুর্ল্লভ নিধি দেরে বিসর্জ্জন ! !

১৩

কাঁদিছে পঞ্জাব বম্বে কাঁদিছে মান্দ্রাজ-
হয়ে পাগলিনী।
কাঁদিছে বৃটনবাসী—
যায় বিশ্ব শোকে ভাসি !
দিগন্তে, অনন্তে, অই হয় প্রতিধ্বনি।

১৪

আয় মোরা, বঙ্গবাসী ! স্নেহময় দেবে—
"বিসর্জ্জন" করি !—
পাষাণে বাঁধিয়া মন,
মিলে মিশে ভাই বোন,
দিগন্ত কাঁপায়ে আজি বলি "হরি ! হরি !"

১৫

তুমি তো দেবতা-পিতঃ ! দেবতার দেশে
চলি গেলে সুখে,
আমরা কিসের আশে
র'ব এ আঁধার বাসে,
জগতে দেখাব মুখ কোন্ পোড়া মুখে ?

১৬

দিনে দিনে যাবে দিন, দেবের আশীষে-
যাবে হাহাকার !—
যাবে না ও কীর্ত্তি-গাথা,
যাবে না দীনের ব্যথা,
যাবে না এ অশ্রুজল বঙ্গ অবলার—
তাদেরি "ঈশ্বরচন্দ্র" আসিবে না আর ! !

প্রণয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২১ সংখ্যা।	আশ্বিন ১২৯৮—অক্টোবর ১৮৯১।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রমাবাই ও তাঁহার বিধবা পরিজন—এই শীর্ষক একখানি সুন্দর ছবি ৫ই সেপ্টেম্বরের বোম্বাই গার্ডিয়ানে দেখিয়া আমরা পরম প্রীত হইলাম। ৩ বৎসর হইল তাঁহার "সারদাসদন" বোম্বাই নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ বৎসর হইল ইহা পুনার রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট এক বৃহৎ বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এক একটী করিয়া ৩০টী হিন্দুবিধবা এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। পুনা ও বরাহনগর এই দুই স্থানের বিধবাশ্রম দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

বিবী বেসান্ট—এই সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ইংরাজ রমণী ঘোর নাস্তিক ছিলেন, পরে মাডাম ব্লাভাস্কির একজন প্রধান শিষ্যা হন। ইনি থিয়সফী প্রচারার্থ আমেরিকায় গিয়াছিলেন, আগামী ডিসেম্বরে ভারতবর্ষে আসিবেন।

টাউন হল স্মরণ সভা—গত ১১ই ভাদ্র কলিকাতার টাউন হলে ভারতগৌরব বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলালের স্মরণার্থ মহা সভা হয়। বড় বড় গণ্যমান্য লোক ও সাধারণ ব্যক্তিগণ হলটীকে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বয়ং বঙ্গেশ্বর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দুই মহাত্মার স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ ২টী পৃথক্ কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বেদাধ্যাপনার সাহায্য—বাবু দ্বারকানাথ পাল গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহার সুদের টাকায় বেদাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বেদ শিক্ষা দেন, ইহাই দাতার উদ্দেশ্য।

যুবকদিগের উচ্চতর শিক্ষা-সমিতি—বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যত্নে এবং ছোটলাট ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উৎসাহে এই সভা ১৫ই ভাদ্র টাউন হলে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ৩টী বিভাগ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষা বিভাগের সভাপতি কলিকাতার মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান লি সাহেব, সাহিত্য বিভাগের বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নৈতিক বিভাগের বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহার একজন প্রধান উৎসাহদাতা। তিনি ২০এ ভাদ্র তাঁহার বাটীতে এই সভার সভ্য ও অনেক বিদ্যোৎসাহী লোকদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ ব্যাখ্যা ও ধ্রুব চরিত্রের কথকতা প্রভৃতি দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করেন।

আনা বাই (বিবী লিটেলডেল।)

বড় দুর্ব্বৎসর, কি কুক্ষণে জুলাই মাস আসিয়াছিল। আমরা এই মাসে ভারতের অনেকগুলি উজ্জলতম নক্ষত্র হারাইলাম। বঙ্গে, দেশহিতৈষী দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর, বুধ অগ্রগণ্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ও আমাদিগের বনপ্রসূন বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে আমরা হারাইয়াছি, বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরাংয়ের বিদুষী কন্যা গত ৫ই জুলাই তারিখে এডিনবরা নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন—আর একটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। এই বিদ্যাবতী ও সদ্‌গুণসম্পন্না রমণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে ইহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে সকল ভারত মহিলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ব্বপ্রথমে সুশিক্ষিতা হন, আনাবাই তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার পিতা সদালাপী, উন্নতমনা, মার্জ্জিতবুদ্ধি, জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক। ইনি বালিকা কন্যাকে অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইহাতে ইনি সমাজের বিরাগভাজন হন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পান নাই; জাতিভেদের বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বুদ্ধিমতী আনা অলৌকিকী শক্তির পরিচায়িকা। ষোড়শ বৎসরে তিনি যেরূপ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ডাক্তার আনন্দীবাই যে অসামান্য মনস্বিতার পরিচয় দেন স্ত্রী কবি বঙ্গ যুবতী কুমারী তরুদত্ত যে কবিত্বের লালিত্যে অখিল সভ্য জগৎকে বিমুগ্ধ করেন, ইঁহারও সেই শক্তি ছিল, বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ

হয় নাই। কলিকা প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে কালের কঠিন করাঘাতে বিদলিত হইল! গীতবাদ্যে তিনি সুনিপুণা ছিলেন। মাতৃভাষা মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত তিনি ইংরাজী,ফরাসী, জর্ম্মণ, ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সকল ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার রীতি নীতি চাল চলন এত ভাল ছিল, তিনি এরূপ সদালাপিনী ছিলেন, যে একবার যিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়গ্রাহিতার প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ডবলিন নগরে বব্‌দা কলেজের অধ্যাপক লিটেলডেলের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎই প্রণয়ের মূল। এই প্রণয়ই পরিণামে পরিণয়ে পরিণত হয়। এই বিবাহে ভারতবাসীদিগের ও ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

আনাবাই "নলিনী" স্বাক্ষরিত বিবিধ প্রবন্ধ, ছোট ছোট গদ্য ও পদ্য দেশীয় ও বিলাতী সম্বাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। চিকালগোদা নামক স্থানে মনের মত একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি তাহাতে বাস করিতেন। ভুবন বিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রত্যাগমনকালে শকট হইতে পতনে উদরে বেদনা লাগে। এই বেদনাই তাঁহার সাংঘাতিক রোগের মুখ্য কারণ, আনাবাইয়েরও তদ্রূপ। একদা সেকন্দ্রাবাদে একটী শকট দুর্ঘটনা হওয়াতে ইনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন, ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এই বিষম দুর্ঘটনা দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘটে, কিন্তু তদবধি ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পীড়া নিবন্ধন ইনি গত এপ্রেলমাসে ইয়ুরোপ যাত্রা করেন; এবং সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, আনাবাই যে শ্রেণীর মহিলা, স্বর্গীয়া ডাক্তার আনন্দীবাই বা স্বর্গীয়া স্ত্রীকবি তরুদত্ত সেই শ্রেণীর। ভারতবর্ষে এই সুশিক্ষিত শ্রেণীর অভ্যুদয় এক্ষণে দিন দিন উপলব্ধি হইতেছে। ইঁহাদিগের জীবন সমগ্র ভারতমহিলার পক্ষে আদর্শ জীবন না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন যাহাদিগের অনুকরণীয়, তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে জনসমাজে সম্মানিতা ও উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

বিধবা।

আমাদের দেশের কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—

"অভাগা দেখিলে যদি দয়া হয় মনে,
বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে।"

এই কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যে সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে তাহা আর বলিতে হইবে না। বিধবা বঙ্গমহিলার ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় কোথাও নাই। যাঁহার উপর রমণী-জীবনের সমস্ত নির্ভর রহিয়াছে, যিনি রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, যিনি রমণীর ভক্তি, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের আস্পদ, যাঁহার ন্যায় শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় এ জগতে আর নাই, যিনি রমণীর শিক্ষক, প্রতিপালক ও জীবন-রক্ষক স্বরূপ, যিনি রমণীর নিকটে মানুষ হইয়াও দেবতা, দেবতা হইয়াও বন্ধু, যাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোক সহস্র ক্লেশ দুঃখও অম্লানমুখে সহিতে পারে, যিনি ইহ জগতের অবলম্বন, পর জগতের আলোক, সেই সর্ব্বস্ব রত্ন স্বামী এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গেলে সে শোক সে দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? সাগরে চালিত তরণী কর্ণধার-বিহীন হইলে যেমন অতলে নিমগ্ন হয়, রমণী জীবনও সেইরূপ জীবন-দেবতা স্বামীকে হারাইয়া অকূল দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যায়! যাহাহউক বিধবার হৃদয়ের ক্লেশ বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, বিধবার সাংসারিক জীবন। সংসারে অথবা পরিবার মধ্যে বিধবা মহিলাগণ ক্ষমতাহীনা, পরমুখাপেক্ষিণী ও অনাদৃতা। কোনও রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে যেমন তাঁহার পূর্ব্ব সময়ের ভৃত্য বা প্রজাবর্গ তাঁহাকে পূর্ব্বের মত ভক্তি ও সম্মান দিতে চাহে না, রমণী বিধবা হইলে তাঁহার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ মমতা ও সম্মাননা প্রদর্শনে প্রস্তুত নহেন। সধবার যে ত্রুটী গৃহের লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, বিধবা, কর্ত্তৃক সেই ত্রুটী সাধারণের কর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আহা! বঙ্গবাসী! আপনারা যথার্থ হৃদয়বান্ হইবেন কবে?

বিধবাদিগের মধ্যে প্রাচীনা, যুবতী ও বালিকা এই তিন শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন। প্রাচীনা রমণীরা যদি ধন ও পুত্রবতী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ অপেক্ষাকৃত সামান্য বলা যায়। ধনবতী প্রাচীনা বিধবাগণ ধর্ম্মাচরণেই কাল-যাপন করেন। যাঁহাদিগের সন্তান হয় নাই, তাঁহারা প্রায়ই সংসার হইতে নির্লিপ্তা থাকেন। এখানে ধর্ম্মাচরণ

অর্থে আমরা সন্ধ্যা আহ্নিক, দেবতা পূজা, দেবতা প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, ব্রাহ্মণ ভোজন, ব্রত উপবাস, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীদিগকে দান প্রভৃতি হিন্দু-নৈতিক কার্য্যই বলিতেছি; এই সকল কার্য্যেই ধনবতী প্রাচীনা বিধবাদিগের সময় অতীত হয়।* নির্ধন ও নিঃসন্তানা বিধবাগণ পরের গলগ্রহ স্বরূপ। ইহারা আশ্রয় বা অন্নদাতার গৃহ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, এই জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা ও অবহেলনীয়া হইয়া থাকেন। নিতান্ত অনাদৃতা অবস্থায় ইহাদিগর জীবন শেষ হয়।

প্রাচীন পুত্রবতী বিধবাগণ পূর্ব্বোক্ত রূপে ধর্ম্মাচরণ করিলেও সংসারের প্রতি বিশেষ আসক্ত। হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে বনে গমন করিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে ঐ সময়ে সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। এখন যাঁহাদিগের কথা বলিতেছি, তাঁহারা বনে গমন করিবেন কি? আজি কালি যে সকল "লক্ষ্মীরূপা বধূমাতারা" গৃহে আসিতেছেন, তাহাতেই শ্বশ্রূকে অশ্রুজলে ভাসিতে ও সংসারজালে চতুর্গুণে জড়িত হইতে হইতেছে। আধুনিক প্রথানুসারে বধূমাতাদিগের "শরীর অসুস্থ," তাঁহারা "ছেলেমানুষ" কিংবা "তাঁদের কোলে কচি ছেলে," সুতরাং শাশুড়ীকেই গৃহ কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে হয়। বৌমা সংসারের যত্ন বোঝেন না, তাই ছুঁচটী হারাইয়া গেলে, নুণটুকু পড়িয়া গেলে, কি হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া গেলে শাশুড়ীর সহ্য হয় না, তিনি প্রাণপণে সেই সকল গুছাইতে গুছাইতে নিজের ধর্ম্মাচরণের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। যাঁহার (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুত্রের "মেজাজ" সর্ব্বদা গরম, যে পুত্র বিশেষ রূপে "স্ত্রীভক্ত" হয়, যে পুত্রের বিবেচনায় মাতা "বাবার পরিবার," সে হতভাগিনী মাতা বিনা চক্ষের জলে এক দিনও কাটাইতে পারেন না। আমরা এইরূপ মাতা পুত্র দেখিয়াছি, যে দিন শাশুড়ী পুত্রবধূর মন যোগাইতে পারেন, যে দিন বৌমা শাশুড়ীর প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সেই দিন "বৌমা"র গুণবান্ স্বামী তাঁহার "বাবার পরিবার"কে "মা" বলিয়া ডাকেন ও "মা"র আহারাদির ভাল বন্দোবস্ত করেন। আর যে দিন "পোড়া বুড়ী" বৌমাকে বাক্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, সংসারের কার্য্য নিজে না করিয়া সেই "কোমলাঙ্গী দেবী"র ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়, সে দিন সে হৃদয়বান্ পুরুষ "আবাগের বেটীর" উপরে যথার্থ বীরত্ব দেখাইতে ত্রুটী করেন না!! যে হতভাগিনী দশমাস গর্ভে ধরিয়াছে, ও নিজের রক্ত

* ত্রিবিধ বিধবারাই অনেক স্থলে কঠোরতার বাড়াবাড়ি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন। মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বস্ত্র পরিধান, নির্জ্জলা উপবাস প্রভৃতি করিতে অনেকে অক্ষম হইয়াও সামাজিক শাসনে করিতে বাধ্য হন। স্থল বিশেষে এই সকল কঠোরতার "গুরু লঘু" ভেদও আছে।

মাংস দিয়া পালন করিয়াছে, এখনও যে পুত্রগতপ্রাণা, তাহার প্রতি এই উপযুক্ত ব্যবহারই বটে !! । এইরূপ মাতার মত হতভাগিনী মাতা কোথাও নাই। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে "যং মাতা পিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যাঃ কর্ত্তুং বর্ষ শতৈরপি॥" অতএব যে গৃহে মাতার, সন্তানের দুর্ব্ব্যবহারজনিত অশ্রু পতন হয়, সে গৃহকে নরককুণ্ড এবং যে সন্তান স্বার্থপরতা ও ভোগসুখে বিহ্বল হইয়া মাতৃদেবীর অবমাননা করে, সে সন্তানকে নরক কীট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সৌভাগ্য এই যে দেশে আজিও মাতৃভক্ত ব্যক্তি সকল বাস করিতেছেন, নিজেরা বিপুল অর্থ ও যশ উপার্জ্জন করিয়াও সেবকানুসেবকের মত মায়ের চরণে নতশির রহিয়াছেন, এ দৃশ্য স্বর্গীয় !

যুবতী বিধবাদিগের মধ্যে কাহারও সন্তান বর্ত্তমান, কেহ বা নিঃসন্তানা। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনবতী বা স্বামিধনের উত্তরাধিকারিণী, তাঁহারা সন্তানাদি সত্ত্বেও সচ্ছলাবস্থায় দিনাতিপাত করিতে পারেন; অন্ততঃ তাহাদিগকে পরের পদানতা হইতে হয় না। আর যাহারা হীনজাতীয়া, তাহারাও কতকদূর সচ্ছলাবস্থায়, কায়িক পরিশ্রম ফলে, জীবন কাটাইতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি। বিধবাদিগের মধ্যে যাহারা নিজে নির্ধন ও সদ্বংশজাতা, যাহারা সাধারণের নিকটে সম্মানিতা অথচ যাহাদের নিজের কোন সংস্থানই নাই, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থাপন্না। ইহারা সকলেই প্রায় আত্মীয় স্বজনের আশ্রিতা, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে জীবনাতিপাত করাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইহাদিগের আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদিগের একজনের এইরূপ ক্রূর স্বভাব, যে, সে প্রকার লোকের নিকটে অনুগৃহীতা হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও শতবার প্রার্থনীয়, মনে হয়। কিন্তু মনে হইলে কি হয়, অনন্যোপায় বলিয়া বঙ্গ বিধবাগণ স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর আত্মীয়ের পদসেবা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সেবা-পরায়ণতা রমণীর প্রধান ধর্ম্ম, পরসেবাতেই রমণীর সুখ, সে কোন্ সময়ে? যখন রমণী বিবেক বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ঐ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। অনিচ্ছায়, পরবল পীড়ায়, গ্রাসাচ্ছাদনের দায়ে, হীনচেতা মনুষ্যের পদলুণ্ঠন, রমণী-ধর্ম্ম নহে; বরং অধর্ম্ম বলিলে বলা যায়, ইহা সামান্য দুঃখও নহে। অনেক বিধবার এমন দুরবস্থা যে পিত্রালয়ে (শ্বশুরালয়ে বা ঐরূপ কোন আত্মীয়ের ভবনেও) বাস করেন, তাঁহাদিগের সংসারের ভার নিজ স্কন্ধে বহন করেন, অথচ

। এ সকল কথা কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। অনেকে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

সে সংসারের কেহই নহেন। সকলেরই অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী। দাসদাসী-রাও কত সময়ে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করে। বিধবা যদি পিত্রালয়ে বাস করেন, তাহা হইলে যে ভ্রাতৃবধূর (আবশ্যক মত) তিনি পাচিকা ও দাসীত্ব কার্য্যে নিযুক্তা, সেই ভ্রাতৃবধু তাঁহার কোন ক্রটী পাইলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে কত অনুগ্রহ করিয়া বিধবা ননদিনীর জাতি, কুল, মান ও প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং এই অপরিসীম অনুগ্রহ না পাইলে ননদিনীর ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট কিরূপ বিভীষিকাময় হইত, তাহার যথাযথ হিসাব দিতে বসেন। তাহার উপরে ননদিনীর দোষের মাত্রা যদি বেশী পরিমাণে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে অম্লান মুখে গৃহত্যাগ করিতেও ব্যবস্থা দেন। বিধবার সহোদর প্রায়ই স্ত্রীর অনুকূল স্বামী, সুতরাং তাঁহার চক্ষে ভগ্নী নিতান্ত প্রগল্‌ভা, অসহিষ্ণু ও কৃতঘ্না। তিনি স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতে সভ্য ভাষায় ভগ্নীকে দশ কথা শুনাইয়া দেন, কখনও বা তদধিক শাস্তি দিতে বাধ্য হন। এই উনবিংশ শতাব্দির উজ্জ্বল সভ্যতার দিনে যখন পুত্রের গৃহে মাতার স্থান নাই, তখন ভ্রাতার গৃহে ভগিনীর স্থান কোথায়? তাই নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া বঙ্গবিধবাগণ সময়ে সময়ে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকেন। যাবৎ দেশীয় ভগিনীদিগের মন অপেক্ষাকৃত উন্নত না হইবে, যাবৎ পরের দুঃখে হৃদয় পূর্ণ সহানুভূতি দিতে না পারিবে এবং যাবৎ দয়ার প্রধান অন্তরায় স্বার্থপরতা হইতে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে না পারিবেন, তাবৎ এ নিদারুণ ঘটনা সকল তিরোহিত হইবে না।

আমরা ভ্রাতৃ-গৃহ-স্থিতা বিধবা বঙ্গাঙ্গনার বিষয়ে যেরূপ বিবৃত করিলাম, ভাশুর দেবর প্রভৃতির গৃহাশ্রিতা রমণীগণেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে আশ্রয়-দাতা বা প্রতিপালক যদি হৃদয়বান্ ও সদাশয় ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আশ্রিতা বিধবাগণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

তারপর বালিকা বিধবাদিগের কথা। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে বালিকা বিধবাদিগের সাংসারিক জীবন ততটা অসুখজনক বোধ হয় না। ইহাদিগের মধ্যে যাহার পিতা মাতা প্রভৃতি বর্ত্তমান, তাহাদের আদর ও যত্নও থাকে। ইহারা অনেকেই নিজের অবস্থা বোঝে না। এখন যে সময়, তাহাতে নিজের অবস্থা অনভিজ্ঞতায় অনেকটা শান্তি আছে। কিন্তু ইহাদিগের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় ও বিভীষিকাপূর্ণ; আত্মীয়গণ তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন, আর জীবন্তে আগুনে পুড়িতে থাকেন।

সদ্বংশজাতা বিধবাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সদুপায় প্রচলিত না থাকা, স্ত্রীজাতির মন অনুদার থাকা

এবং স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে অক্ষমতা ও পরমুখাপেক্ষাই বিধবা বঙ্গাঙ্গনার সাংসারিক জীবন এত দুঃখময় করিয়াছে। ইহার অবসান কবে হইবে, ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, সে সমস্তই উচ্চবংশীয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বাল্যকাল হইতেই শারীরিক শ্রম করিতে নিপুণা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসায়েও পারদর্শিনী। গোয়ালা, তাঁতি, কুমার, নাপিত প্রভৃতি জাতির স্ত্রীগণ স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। কৃষি ব্যবসায়ী পুরুষেরাও স্ব স্ব আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ রমণীরা অধিকাংশই মানসিক শিক্ষা কিছুমাত্র পায় না, সকলেই প্রায় নিরক্ষরা। বৈধব্যাবস্থায় ইহারা প্রায়ই এক একটী উপজীবিকা অবলম্বন করে, তদ্দ্বারা উচ্চ বংশীয়া বিধবাদিগের হইতে সচ্ছন্দে অথবা নিরুদ্বেগে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কার্য্যতঃ ইহারা কতক দূর স্বাধীনা; যদি জীবিকা নির্ব্বাহে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে, তথাপি আত্মীয় স্বজনের নিকট অবৈতনিক ও "প্রাইভেট" দাসীত্ব করিতে রাজি হয় না। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীস্থ যাহারা ধনিবংশসম্ভূতা, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর বিধবাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্না। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থা এইরূপ—সাধারণতঃ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

বিনোদপুরে হরি বাবুর বাড়ী। হরি বাবুর দুটী ছেলে, একটী মেয়ে। ভাই ভগ্নীদের বয়সের বড় একটা পার্থক্য নাই।—হরি বাবুর বড় পুত্র সুরেশচন্দ্র। একদিন সুরেশ কতগুলি বালীশ স্তুপীকৃত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছে। হাতে এক গাছি বেত। এক একবার সজোরে বালীশ গুলিকে কশাঘাত করিতেছে আর বলিতেছে "চল চল"। কখন বা পদ দ্বারা কৃত্রিম অশ্বকে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। নির্জীব স্তুপীকৃত বালীশ গুলি, সুরেশের তাড়নায় বিন্দু মাত্র বিচলিত হইতেছে না। আবার সজোরে কশাঘাত। দুই একটী বালীশ প্রহারের চোটে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তবুও আরোহী ছাড়িবে না। তক্তপোষের নিম্নদেশে, দ্বিতীয় পুত্র সুবিমলচন্দ্র একখানি ছোট থালা হাতে করিয়া তাহাকে বাদ্যযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে।

এক খণ্ড কাঠ দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে। থালা "ঢং ঢং" শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে। সুবিমল বেতালে পা ফেলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে, আর এক একবার চিৎকার করিয়া বলিতেছে "দাদা ঘোঁড়াটাকে খুব মার।" কখন বা আপনার মনে আপনিই খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। সুরেশের "চল চল" শব্দ, সুবিমলের থালার বাদ্য, মাঝে মাঝে অট্টহাসিতে বাড়ী তোলপাড়। ভগিনী কমলকামিনী শিষ্ট শান্ত, ঘরের এক কোণে বসিয়া কচু, কুমড়া, আলুপটল কুটিয়া স্তুপ করিতেছে। হরিবাবু ঘরের এক পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ডার্বিণের "মানব জাতি" বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। হরি বাবু অধ্যয়নপ্রিয় লোক, বিজ্ঞান দর্শনের প্রতি বড়ই অনুরাগ—প্রায়ই গ্রন্থ লইয়া বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, আত্মহারা হইয়া চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া যান। এদিনও সেরূপ ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রদ্বয় এদিন মাত্রাতীত গোল করিতেছিল। তাই একবার গ্রন্থ হইতে চোক তুলিয়া সুরেশ ও সুবিমলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "বাবা গোল করিও না।" এই বলিয়া আবার অবনত মস্তকে গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতার নিষেধ বিধি হাওয়াতে মিশিয়া গেল। পুত্রদ্বয় এবার মাত্রাটা একটু চড়াইয়া ধরিল। নির্ব্বাত প্রশান্ত সাগরবৎ স্থিরমতি হরিবাবু এবার একটু অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওগো! দেখ তোমার ছেলেরা বড় গোল কচ্চে। এদের নে যাও" এই বলিয়া আবার গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। হরিবাবুর সহধর্ম্মিণী বিন্ধ্যবাসিনী শিক্ষিতা রমণী বলিয়া পরিচিতা। তিনি দুই একটা ছাত্রীবৃত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি পাশের ঘরে বসিয়া ছেলেদের কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর আদেশ শুনিয়া বলিলেন "ওরা আমারই ছেলে, তোমার আর যেন কেউ নয়। কেন তুমি ওদের বারণ কচ্চ না?" একথা স্বামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অন্য দিকের ঘরে হরি বাবুর বৃদ্ধা জননী রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়িত ছিলেন। পৌত্রদিগের গোলমালে তাঁহার রোগজনিত অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। যদিও তিনি পৌত্রদিগের সীমাতীত আবদার রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে দুর্দ্দম করিয়া তুলিয়াছিলেন, যদিও তিনি সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগের মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত অম্লানচিত্তে সহ্য করিতেন, তথাপি রোগ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে বলিলেন "ও বৌ, তোমার ছেলেদের নে যাও।" হরিবাবু মাতৃভক্ত

ছিলেন। তাই যদিও অধ্যয়ন কালে অনেক সময় ঢাক ঢোলের শব্দ তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তবুও মায়ের অভিযোগ ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওগো তোমায় আমি একবার বল্লেম, তুমি শুনতে পেলেনা, আবার ওঘরে মা চেঁচাচ্ছেন। তোমার হাতে এমন কি কাজ যে তুমি হতভাগাদের শাসন করতে পাল্লে না?" এখন বিন্ধ্যবাসিনীর অভিমান একটু উথলিয়া উঠিল। এ অভিমান স্বামীর তিরস্কারের জন্য নহে। শ্বশ্রূদেবীর অভিযোগের জন্য। তখন বলিয়া উঠিলেন "উনিইত ওদের মাটি করেছেন" এই বলিয়া ক্রোধভরে হাতের জামা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্তানগণ কি অনিষ্ট করিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সুরেশ বালিশ ছিঁড়িয়াছে, সুবিমল থালা ফাটাইয়াছে, কমলকামিনী তরকারী গুলি নষ্ট করিয়াছে। ইহা দেখিয়া ক্রোধের তরঙ্গ আরও উথলিয়া উঠিল। তখন পুত্র কন্যার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত পড়িতে লাগিল। সকলে মুখব্যাদান করিয়া পঞ্চমে চিৎকার ধরিয়া দিল। ক্রন্দন ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। পিতামহীর হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল—চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "ওরে ও হরি! দেখ্ হতভাগিনী পোড়ারমুখী বুঝি আমার সোনার চাঁদদের খুন কল্লে! আবার বৌয়ের প্রতি "ও পোড়ারমুখী খুন কল্লি নাকি? আজ ভাল থাকলে তামাসা দেখ্‌তে পেতে।" তখন বিন্ধ্যবাসিনী "খুন করেছি না? আমি ডাকাত কি না? আমি মা হয়ে হলেম ডাকাত আর উনি হলেন ওদের পরম বন্ধু! এমনি কোরেইত ওদের মাথা খেয়েছেন, এমন সময় বাহিরের ঘরে "ওহে হরি বাবু, ঘরে আছ?"

হরি বাবু—ওকে রাম বাবু নাকি? এস ভাই। তখন বিন্ধ্যবাসিনী কি করেন? রাম বাবু বিন্ধ্যবাসিনীকে সুধীর শান্ত অতি শিক্ষিতা বলিয়া জানেন। এখন রাম বাবুর নিকট সকল গুণ গরিমা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ভাবিয়া অস্থির হইলেন। তখন শাশুড়ীকে ছাড়িয়া সন্তানদিগকে লইয়া বিব্রত হইলেন; "চুপ কর, চুপ কর" শব্দে তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলেন। তাহারা রাগিণী আরও চড়াইয়া ধরিল, বিন্ধ্যবাসিনী নিরুপায়, ভাবিয়া অবস্থার হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাম বাবু প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যাশায়িতা হরিবাবুর মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার প্রতি—"পিশীমায়ের কোন অসুখ নাকি?

হরিবাবুর মা—হাঁ বাছা, কদিন জ্বরে ভুগছি।

রামবাবু—পিশীমা, ও ঘরে এত কান্না কেন?

হরিবাবুর মা—বাছা সে কথা আর কি বলিব—এক হতভাগিনীকে ঘরে এনেছি, পোড়ারমুখী জ্বালাতন করে মারে। এঃ এঃ এঃ।”

রামবাবু—তোমার বড় কষ্ট হচ্চে নাকি? এমন সময় হরিবাবু আসিয়া “হাঁ কষ্ট হচ্চে বই কি? উনিত আর ডাক্তারের ঔষধ খাবেন না, ও ফিরিঙ্গীর জল বলিয়া উনি ঘৃণা করেন, তাই কদিন ভুগছেন।”

রামবাবু—পিশীমা “ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ” শাস্ত্রের বিধি। তবে তুমি ডাক্তারি ঔষধ খেতে ইতস্ততঃ কচ্চ কেন?

হরিবাবুর মা—যাও বাছা, আমরা আরত ম্যাম নই, আমরা সেকেলে মেয়ে, আমাদের ভিতর বাহির এক। আমরা লোকের নিকট শিষ্ট সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই না।

হরিবাবু বুঝিতে পারিলেন কথাটা বিন্ধ্যবাসিনীর উপর গড়াইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন “মা আপনি একটু চুপ করুন। তা না হলে কষ্ট আরও বাড়িবে।” এই বলিয়া বন্ধুকে লইয়া যেখানে বসিয়া বই পড়িতে ছিলেন, সেখানে যাইয়া বসিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী রামবাবুকে দেখিয়া করযুগে প্রণাম করিলেন। অবশেষে তিন জন তিন আসন গ্রহণ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুরেশ, সুবিমল ও কমল কামিনীর ক্রন্দন ধ্বনি ক্রমশঃ দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। বন্ধুদ্বয়ের বাক্যালাপ সর্ব্ব প্রথমে বিষণ্ণ-বদন, ছল ছল চক্ষু, নিঃশব্দোপবিষ্ট বালক বালিকাদিগের সম্বন্ধেই হইতে লাগিল। হরিবাবু ঘটনাগুলি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া অধোবদনে ধরণী পানে চাহিয়া ছিলেন।

রামবাবু—কেন আমি সে দিনত তোমার ছেলে মেয়েদের এরূপ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলাম “বাবা সুরেশ, যে জিনিসের যে ব্যবহার সে জিনিস দ্বারা সে ব্যবহার করিবে।” তবে আজ আবার বালিসকে ঘোড়া, থালাকে বাদ্যযন্ত্র করিল কেন? ওদের এখানে ডাক দেখি।

হরিবাবু—ছেলেদের প্রতি—বাবা এখানে এস দেখি। তখন সন্তানগণ ক্রোঞ্চগমনে পিতৃ সন্নিধানে যাইয়া দণ্ডায়-মান হইল। রামবাবু তাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “বাবা সেদিন তোমা-দের বুঝিয়ে দিলুম যে যে জিনিশ যে জন্ত তৈয়ারি করা হয়েছে, সে জিনিশ দিয়ে তাই কর্ত্তে হয়। শোবার সময় মাথা রাখিবার জন্ত বালিস, তবে তাদের ঘোড়া কল্লে কেন? ভাত খাবার জন্ত থালা, তাকে বাজালে কেন? তোমাদের কি একটুও বুদ্ধি নাই?”

তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তখন রামবাবু বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন “দেখুন বৌ দিদি, ছেলেদের

ধারণা শক্তি বড় কম। বার বার সাবধান করিয়া না দিলে তাহারা মনে রাখিতে পারে না। আমি ওদিন যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ইহাদের মনে নাই। তাই আবার এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হরিবাবু! আপনারও বিশেষরূপে আবার আজ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ বার বার বুঝাইয়া দিলে আর কখনও ইহারা এইরূপ ব্যবহার্য্য জিনিশের অপব্যবহার করিয়া ক্ষতি করিবে না। পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে ক্ষীণস্মৃতিশক্তি বালক বালিকাদিগের কোনও বিষয়ে স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য সামান্য—এমন কি কখন কখন গুরুতর শাস্তি দিলেও ক্ষতি নাই। মানুষ অনেক সময়ে বিস্মৃতি জন্যই অসৎ কাজ করিয়া থাকে। এই স্মৃতি সতেজ রাখিবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা, কিন্তু আপনি আজ যে ইহাদের প্রহার করিয়াছেন তাহা মঙ্গলপ্রদ শাস্তি নহে। উহাকে চলিত কথায় "মনের ঝাল মিটান" বলে।

বিন্ধ্যবাসিনী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি নানা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। উনি আর কি ওকাজটা করিতে পারেন না? ওঁর ত কেবল বই পড়াই কাজ। ওঁর ত গৃহের কাজ, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি কিছুই ক'র্ত্তে হয় না, উনি কি আর ছেলে মেয়েদের কোথায় কোন্ দোষটা গজাইতেছে দেখিয়া তুলিয়া ফেল্‌তে পারেন না? আপনারা পুরুষ জাতি কেবল সকল বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপাইতে চান।"

রামবাবু—"এত বুঝলেম। এখন ছেলে মেয়েগুলি যদি ব'য়ে যায়, তা'হলে আপনার কি কষ্ট হবে না? আমিত হরিবাবুকে আর নিষ্কৃতি দেই নাই। সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য পিতা মাতা সমান দায়ী। সুতরাং যখন যিনি দোষ দেখিবেন, তখন তিনি তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। মনে করুন হরিবাবু বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় ছেলে একটা কুকাজ করিল, তখন কি আপনার উহা শোধন করা উচিত নয়? মনে করুন সুরেশের অসুখ হইল, হরিবাবু বিদেশে, তখন কি আপনি হরিবাবুর আশায় বসিয়া থাকিবেন? চিকিৎসক আনয়ন করিয়া চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবেন না?"

বিন্ধ্য—ছেলে যে তা না হ'লে মারা যাবে।

রামবাবু—শরীরের মৃত্যু হইতে কি আত্মা ও বিবেকের মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয়? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সন্তানদিগের আধ্যাত্মিক ও চরিত্রগত রোগ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া সন্তানদিগের প্রতি উদাসীন হইলে কি আপনিও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন? হরিবাবু কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করিলে তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে দায়ী। আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন না করিলেও

কি ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না? মনে করুন আপনার স্বামী বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পান ভোজন পরিত্যাগ করিলেন, এ কর্ত্তব্য পালনে নিবৃত্ত হইলেন, আপনিও কি তাহাই করিবেন? তবে কেন সন্তানদিগের দোষ প্রক্ষালন সম্বন্ধে এই অসার কথা তুলিতেছেন?

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, যখনই সন্তানদিগের কোন দোষ দেখিবেন, তখন তাহা উৎপাটন করিতে চেষ্টা করিবেন।

এদিকে রামবাবু হরিবাবুর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি গ্রন্থকীট হইয়া পড়িয়াছ, অধ্যয়নের প্রতি অপরিমিত অনুরাগ বশতঃ তুমি অন্যান্য কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছ। ঈশ্বর সন্তানদিগকে আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া এই আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাদিগের সমস্ত ভার তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। যতদিন ইহারা স্বাধীনভাবে আত্ম সংরক্ষণ ও আত্মশক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তোমরা ইহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধন জন্য দায়ী। যদি আমরা পরম পিতার এই ধ্রুব আদেশ অবহেলা করিয়া আত্মসুখে উন্মত্ত হই, নিশ্চয়ই এজন্য ফলভোগ করিতে হইবে। চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি কত কুপুত্র পিতা মাতার ঔদাসীন্য জন্য পাপকূপে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদিগকে শোক প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছে, কত কুপুত্র কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া পিতা মাতার অমল নামে কলঙ্ক লেপন করিতেছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের পাপের ভোগ ভুগিতে হইবে। এই বলিয়া রামবাবু বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবাবু ও বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেয়েদের নীতিশিক্ষা।

ছেলেদের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধেই সচরাচর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়; মেয়েরা যেন তার বড় একটা ধার ধারে না। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের নীতিশিক্ষা কোন অংশে কম আবশ্যক নয়, বরং বেশী, ইহা অনেকেই ভুলিয়া আছেন, অনেককেই এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন দেখিতে পাই। নীতির কঠিন শৃঙ্খল পাছে মেয়েদের কোমল চরণে ব্যথা দেয়! এ যে মুক্তা-হার বুঝিলেন না।

দেশশুদ্ধ এই যে কথা উঠিয়াছে আজ কালের মেয়েরা সে কালের মেয়েদের মত সতী, সাধ্বী, লক্ষ্মী হয় না—এদের নীতিনিষ্ঠা আর তেমন নাই, এটা কি মিথ্যা? আগে লেখা পড়ার তত

আলোচনা ছিল না বটে, চারুবিদ্যার চর্চ্চা কি ছিল না? তবু নীতির দিকেই মন প্রাণ ঝুঁকিয়া পড়িত। নারী-নীতির প্রতি প্রায় সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল, নীতি অতীব গৌরবের ধন ছিল। জ্ঞান বিদ্যার আলোক ফুটিয়াছে, নীতির শুভ্র জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে। এখন মেয়েরা লেখা পড়া, উল বুনা, গান বাজনা ইত্যাদি বেশ শিখে, কিন্তু যে জ্ঞান সমস্ত গুণকে উজ্জ্বল করে, সেই নীতি-জ্ঞানে হতাদর। তাই তাদের গুণগুলি ডোরা-ডুরি পটের মত ঠেকে, আকাশের রাম-ধনু খানির মত শোভা পায় না। একটা কেরোসিন কেনেষ্টার, একখানা কাঁসি, একটা ঘণ্টা বাজাইলে শুনতে যেমন, তাদের কাজগুলি তেমনি; বীণার সপ্ত সুরের মত মধুর বাজে না। একটি গুণ আর একটির সহচর হয় না, বিরুদ্ধ-ভাব ধারণ করিয়া সকল গুলিকেই কেমন একটা কদাকার করিয়া তুলে। মিলন-সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, হইবে না কেন? মিলন-সূত্র কি? নীতি।

ঠাকুর মা পেটের চামড়া ঢাকের মত টন্ টনে হওয়া পর্য্যন্ত নাতিনীর উদরে অন্নাদিতে পূরিয়া দিলেন, ঠাকুর দাদা বাজার হইতে নানা রঙ্গের কাপড় কিনিয়া আনিয়াছেন। নাতিনী পরিয়া বেড়াতে বাহির হইল। মাঠ, ঘাট, বাগান, যার-তার বাড়ী কিছুই বাকী রাখিল না। সে যে কোথায় কোথায় গেল, সেদিকে কেহ কিন্তু দৃষ্টিও করিল না। অতি সোহাগে সর্ব্বনাশ হইল। নাতিনীর মন আর ঘরে টেঁকে না, পাখা বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। মা মেয়েকে স্কুলে পাঠাইলেন, মেয়ে সেখানে গিয়া কুচরিত্র সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিয়া হয়ত স্লেটে কুকথা লেখালেখি করিল, কদালাপ মন্দাচার শিখিল, বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পথে হয়ত বদলোকদের বা খারাপ ছোড়াদের হাসি তামাসা ও কুকথা শুনিল। এইরূপ কত বড় ছোট কুনীতি আত্মীয়েরা দেখিয়াও দেখেন না, দেখিলেও সংশোধন করেন না তাহা বলা দুষ্কর। যে মেয়ে দুদিন পরে শ্বশুর বাড়ী যাবে, বা দুদিনের তরে বাপের বাড়ী এসেছে, তা'কে কি কিছু বলা যায় না? কাহারও মনে মেয়েদের নীতি-শিক্ষার কথা আদৌ আসেই না, কেহ বা মনে করেন যতটুকু দরকার তাহা দেখিয়া শুনিয়া আপনা আপনিই হইবে, তার জন্যে শাসন, শিক্ষা, যত্নের আবশ্যক নাই। এর কুফল পূর্ণমাত্রায় ফলে কোথায়? শ্বশুরবাড়ী। স্বামীকে ভালবাসা দেখাইতে গেলে গৃহকর্ম্মে ত্রুটি হয়, সরলতা প্রকাশ করিতে বেহায়া হইতে হয়, লেখা পড়ায় অনুরাগ দেখাইতে শাশুড়ির গঞ্জনা সহিতে হয় ইত্যাদি কত রকমেই পদে পদে লাঞ্ছনা! পিত্রালয়ে অভিভাবকগণ লেখা পড়া শিখাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৃহকার্য্য শিখাইতে অমনোযোগী ছিলেন, কিন্তু সকল গুণের সার যে নীতি-জ্ঞান

তাহাতে শিক্ষা নাই। নীতি কি? মিথ্যা না কহা, চুরি না করা কেবল এই? নীতি ক্ষুদ্র নয়, অতি ব্যাপক বিষয়। নীতি-জ্ঞান জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, কর্ত্তব্য সাধন করিতে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে, কার্য্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে, যাহা অনুচিত বলিয়া বোধ হয় তাহা করিতে বাধা দেয়, মানুষকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লয়। সংক্ষেপতঃ যাহা হইলে নারী দেবী তুল্য হইতে পারে, জীবন সুখের শান্তির হয়, নীতি-জ্ঞান জীবন্ত থাকিলে তৎসমুদায় লাভ করা যায়। নীতিকে সকল গুণের ভিত্তি করিলে, সকলের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতে দিলে সকল গুণ প্রস্ফুটিত হয় অথচ তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ-ভাব থাকে না; জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হইয়া আসে। কে না শিষ্টা সচ্চরিত্রা কুললক্ষ্মীকে ধন্যবাদ করে?

এই নীতি শিক্ষা কি অল্প সময়ের কাজ? শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হয়, নতুবা একবার চরিত্র দূষিত হইয়া গেলে আবার ভেঙ্গে চুরে গড়া বড় কঠিন কর্ম্ম। এ বিষয়ে কেহ যেন উপেক্ষা না করেন। মেয়ের চলাফেরা, আচার ব্যবহার, মনের ভাব গতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করিবেন, অসঙ্গত দেখিলে বিহিত ব্যবস্থা না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। মেয়েরা যখন মা হয়, সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের ছায়া পড়িবেই পড়িবে, সুতরাং চরিত্রের উপর সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে অনেক বই লিখিয়াছেন; কিন্তু অনেকেরই স্ত্রীচরিত্রের সকল দিক্, সকল ছবি চোখে পড়ে নাই। যেমন চাই, তেমন বই অতি বিরল। স্ত্রী শিক্ষা চারিভাগে বিভক্ত করা উচিত, ১ম নীতিশিক্ষা, ২য় গৃহ কার্য্য শিক্ষা, ৩য় লেখা পড়া শিক্ষা, ৪র্থ সঙ্গীতাদি শিল্প বিদ্যা শিক্ষা। ইহার মধ্যে নীতিশিক্ষাই সর্ব্ব প্রথম। নীতিবিহীন গুণ অনেক সময়ে দোষের কারণ হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন শিক্ষা হয় এমন আর কিছুতেই নয়, পরিবার মধ্যে সদ্দৃষ্টান্তের অভাব যেন না হয়।

এই প্রবন্ধ বিশেষতঃ মেয়েদের অভিভাবকদিগের জন্য। সুবুদ্ধি পাঠিকা ইহার সুবিধা লইতে ছাড়িবে না। সতী, সাধ্বী হও, জ্ঞানে গুণে কুলোজ্জল কর, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। স

দেবর্ষি নারদ ও দেবী সাবিত্রীর কথোপকথন।

সাবিত্রীর পানে চাহিয়া দেবর্ষি
কহিলেন অতঃপর :—

ছাড়ি সত্যবানে পতিত্বে বরণ
কর বাছা অন্য বর।

সে কেমনে হয় ? ওহে ঋষিবর
হৃদয় সঁপেছি যাঁরে,
সে দেবতা বিনে হেন সুভাজন
কে আছে বরিব তাঁরে ?
জগতের গুরু যে নারদ মুনি
মতিভ্রম হ'ল তাঁর !
সাবিত্রী-চরিত না জানিয়ে তায়
কহিলেন আর বার :—
সত্যবান আশ কর পরিহার
ধর মম উপদেশ,
নহিলে অশেষ অকল্যাণ হবে
পাইবে যাতনা ক্লেশ।
এ নর জগতে বিশ্ব বিধাতার
প্রেমের প্রতিমা খানি,
অবনত শিরে কহিলা নারদে
যোড় করি যুগ-পাণি।
পতিত্বে বরণ করেছি যাঁহারে
মনে মনে—একবার,
ছাড়িলে তাঁহায় ধর্ম্মেতে পতিতা
হব—সন্দ * নাহি তার।
অতএব বলি ওহে ঋষিবর
নাকর আদেশ হেন,
প্রসন্ন হইয়ে দেও এই বর
"সিদ্ধকাম হই যেন।"
বিনীতা অথচ— তেজস্বিনী মূর্ত্তি !
—দেখিয়ে দেবর্ষি প্রীত,
এত ধর্ম্মভাব এত অনুরাগ
বালিকার কি বীরত্ব !!
হ'কনা সে দীন নির্গুণ অক্ষম
কহিলা সাবিত্রী পুনঃ,
ফুটেছে যে ফুল হৃদয় কাননে
ছিঁড়িব কি সে প্রসূন ?
আরাধ্য দেবতা হৃদয়ের স্বামী
আদরের ধন পতি,
সে ধনে বঞ্চিতা হইলে নারীর
নিশ্চয় নরকে গতি।
দেখ দেখ চেয়ে হে ভগিনীগণ !
সাবিত্রী-হৃদয় বল,
সংকল্প হইতে কে ফিরাবে তায় ?
যেন দৃঢ় হিমাচল !
পতিব্রতা সতী শুনিতে না চায়
ওজর—আপত্তি যত,
দীন দুঃখী জেনে বরেছে 'তাঁহায়'
ধন্য ধন্য পতিব্রত !
কথোপকথন শুনি অশ্বপতি
বিস্মিত হইয়ে অতি,—
জিজ্ঞাসিলা 'তাঁরে' কহ ঋষিবর
করি ওপদে মিনতি ;
কি হেতু বারণ করিছ কন্যারে
বরিতে সে সত্যবানে ?
হেন সুভাজন কোথা পাব আর
কি আপত্তি কন্যাদানে ?
কি করেন মুনি একাগ্রতা হেরি
কহিলা রাজারে চেয়ে,
'বছর না যেতে মরিবে জামাই,
বিধবা হইবে মেয়ে।'
শুনি অশ্বপতি স্তম্ভিত অবাক্ !
তবে নাহি দিব মত,
বালিকার মতে কিবা আসে যায়
সে কি বুঝে সদসৎ ?

* সন্দেহ।

কিন্তু সে বালিকা টলিবার নয়
কিবা দৃঢ় পণ তার।
সে দারুণ বাণী করিয়ে শ্রবণ
চাহিল না প্রতিকার।
অই নবস্ফুট কুসুমে এতই
জীবনী শকতি হায়!
অশনি প্রপাতে বিকচ কমল
শুকায়ে না গেল তায়!
দীনতা হীনতা সেত তুচ্ছ কথা
দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা,—
অকাল বৈধব্য— ভয়ে না ডরায়,
ধন্য ধন্য ধর্ম্ম নিষ্ঠা!!
কহিলা সাবিত্রী 'জনম হইলে
অবশ্য মরিতে হয়,
মৃত্যু ভয়ে কেন অধর্ম্মে ডুবিয়ে
জীবন করিব ক্ষয়?
ঈশ্বর গোচর যেজনে করেছি
পতিত্বে বরণ আমি,
সেই সত্যবান (যাহাই হউন)
তিনিই আমার স্বামী।
কে আছে এমন মৃত্যুর অধীন
নহে সে,—অমর ভবে,
সত্যবান ছাড়ি পরপুরুষেরে
কি হেতু বরিব তবে?'
ধন্যা হে সাবিত্রি! ভারত-ললনা
সাধে করি গুণগান,
যে যাতনা ভার শত শত নারী
সহিতে না পারি—প্রাণ—
সঁপি চিতানলে সে বৈধব্য-জ্বালা
ঘুচাল সহ-মরণে;
তুমি কি না তারে আলিঙ্গন করি
সাধিয়া নিলে আপনে।

রমণী সমাজে বীরাঙ্গনা তুমি
তোমার তুলনা নাই,
অপূর্ব্ব কাহিনী— 'সাবিত্রী-চরিত'
তাই শত কণ্ঠে গাই।
তরুণ বয়সে বৈধব্য যাচিয়ে—
লইতে দেখিনু এই,
আর দেখিব কি? বুঝি শেষ দেখা
—দেখা'ল সাবিত্রী সেই।
হেন ধর্ম্মনিষ্ঠা হেন অনুরাগ
এমন সাহস কার?
দেশে ও বিদেশে এহেন রতন
কোথাও না পাবে আর।
স্বরগের ছবি এ মর জগতে
কও মা—বিশ্বজননী,
আর একবার দেখাবে কি তাঁরে?
ধন্যা হবে এ ধরণী!
দেবর্ষি নারদ বুঝিলেন সব
সাবিত্রী মনের ভাব,
কি উপকরণে গঠিত হৃদয়
কি মধুর সে স্বভাব?
যে চরিত্র বলে রমণী সমাজে
অগ্রগণ্যা 'তিনি' আজ,
বুঝিয়ে এখন দেবর্ষি নারদ
পাইলেন মহা লাজ!
হ'ক পরিণয় করি আশীর্ব্বাদ
'বিধবা না হবে তুমি,'
তোমার সুযশে ছাইবে জগত
(হবে) ধন্যা এ ভারত ভূমি!
তোমার সুব্রত পালিয়ে সকলে
হইবে সফল-কাম,
ঘরে ঘরে নারী পূজিবে তোমারে
স্মরিয়ে তোমার নাম!!

শ্রীচঃ।

মুক্তি ফৌজের জয়।

(৩১৯ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

জন্মলব্ধ শক্তিতে মুক্তিফৌজের যেরূপ বিশ্বাস, শিক্ষার শক্তিতেও সেই-রূপ প্রবল বিশ্বাস। বুথ-পরিবারে এই দুই প্রকার শক্তিরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুথের কার্য্যকে তাঁহার পত্নী আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং আপনাদের বালক বালিকাগণকেও অতি শৈশবকাল হইতে এমন ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন যে তাহারাও বড় হইয়া মুক্তিফৌজের জন্যই বাঁচিতে চায়, মুক্তিফৌজের জন্যই আত্মবলিদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। জগতের ইতি-হাসে দেখা যায়, সংসারে যাঁহারা মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—নরনারীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। আর যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জেনা-রেল বুথ যে কেবল সপরিবারে মহৎ ব্রত সাধন করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন এমন নয়, তাঁহার মতে সকলেরই পরিবারবদ্ধ হইয়া জগতের সেবা করা একান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক দুর্ব্বলের পক্ষে পরিণয় পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান; যে পরিবারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মের নিয়মেই যে পরিবার চলে, স্ত্রীপুরুষ যেখানে সমভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জ্ঞানের আলোক জগতে বিকীর্ণ করিতেছে, প্রেমসাধন করিয়া নিষ্কামচিত্তে জগতের সেবা করিতেছে; সেই পরিবারই প্রকৃত স্বর্গ, সে পরিবার অমৃতময় মধুময়। আত্মসুখসর্ব্বস্ব নরনারী সেখানে গিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সেই উদার আদর্শ জীবনে পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু কর্ত্তা কর্ত্রীর উপরেই পরিবারের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুযোগ্য রাজার অভাবে যেমন রাজ্যের অশেষ দুর্গতি, সেইরূপ কর্ত্তা কর্ত্রীর জীবনে জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও নিষ্কাম সেবার ভাব না থাকিলে সেই পরিবারের পুত্রকন্যা জামাতা ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া কখনও জগতের হিতসাধক মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। দক্ষিণ ওয়েলস্‌বাসী কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কন্যা জেনারেল বুথের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পতিতা রমণী-

গণের জন্ম মুক্তিফৌজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সমস্ত কর্তৃত্ব ভার সম্পন্ন করিতেছেন। মধ্যম পুত্র এক ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াযুক্ত রাজ্যের সাধারণ বিভাগের কার্য্যে সস্ত্রীক নিযুক্ত রহিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র ডেনমার্ক দেশীয় জনৈক সুযোগ্যা শক্তিশালিনী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যাগণের মধ্যে কেবল দুইটীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র। জ্যেষ্ঠাকন্যা আয়র্লণ্ড দেশবাসী কোয়েকার (quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক যুবাপুরুষকে বিবাহ করিয়া স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ফরাশী ও সুইজারলণ্ড দেশে মুক্তিফৌজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা "ইমা" সুপ্রসিদ্ধ কমিসনার টকারকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে মুক্তিসেনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তিফৌজ পৃথিবীর আর দশটী দলের ন্যায় একটী দল নয়। সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া ইহার জন্ম হয় নাই। ইহার প্রবর্ত্তক বলেন, "মুক্তিফৌজের প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মভাব ও জনহিতব্রত যখন বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, মুক্তিফৌজও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে। সাম্প্রদায়িক লোকেরা প্রাণহীন ধর্ম্মসম্প্রদায় গুলির সুধু কঙ্কাল রক্ষা করিবার জন্যই যেমন সর্ব্বদা তৎপর, প্রাণহীন হইলে মুক্তিফৌজের কঙ্কাল, আমি সেইরূপ রক্ষা করিতে চাই না।" মুক্তিফৌজ আজ প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অর্থ পরমার্থ সকল বিষয়েই মুক্তিফৌজ আজ ধনী। গ্রেটব্রিটেনে ৩৭, ৭৫,০০০ টাকা, ক্যানাডায় ৯৮৭, ২৮০ টাকা, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮৬২৫১০, নিউজিল্যাণ্ডে ১৪৭,৯৮০ টাকা, সুইডেন দেশে ১৩৫,৯৮০৲ টাকা, নরওয়ে দেশে ১১৬৭৬০৲ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০৪০১০৲ টাকা, হলণ্ডে ৭১৮৮০৲, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬৬০১০৲, ভারতবর্ষে ৫৫৩৭০৲, ডেনমার্ক দেশে ২৩৪০০৲ টাকা, ফরাশী এবং সুইজারলণ্ড দেশে ১০০০০০৲ লক্ষ টাকা, এই বিপুল অর্থ রাশি আজ মুক্তিফৌজের সম্পত্তি। মুক্তিফৌজ যে দেশে যাইতেছেন, সেই দেশেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া, সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্র সকল প্রকাশ করিয়া জীবন্ত ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন! মুক্তিফৌজের বাহিরের দিকে তাকাইলে যেমন স্তম্ভিত হইতে হয়, ভিতরের ভাব দেখিলেও তেমনি মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাঁরা যে যে দেশে যাইতেছেন, সেই সেই দেশীয় লোকের প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কারের সম্মান করিবার জন্য আপনাদের অনেক সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইহাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও দেশ বিদেশের নরনারীগণের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছেন, মানব হইয়া দেবতার ন্যায় পরের সুখ দুঃখের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

বাঙ্গালীর ছেলে দুই চারি বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়াই সাহেবী চাল চলনে অভ্যস্ত হইয়া স্বদেশবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিতে শিখেন, দেশী লোকের সন্তোষ অসন্তোষ সুখ দুঃখ কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; আর সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে ইংরেজের ছেলে মেয়েরা আসিয়া বাঙ্গালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার জন্য গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খালি পায় বেড়াইতেছেন। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম প্রচারকেরা গিয়া ইংলণ্ডের নরনারী-গণের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন, আর দেবস্বভাব মুক্তিসেনা কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সুসভ্য "আর্য্য সন্তানের" প্রহারে রক্তাক্ত কলেবর হইয়া প্রহারককে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—প্রেমালিঙ্গন দিতেছেন। মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত ছিল, তাহার কিছুই বলা হয় নাই। মুক্তিফৌজ যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার তালিকা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মুক্তি ফৌজের জন্ম ও ক্রম বিকাশের বিবরণ প্রকাশ করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়। মুক্তিফৌজ আমাদের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন—স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা প্রভৃতি সমস্ত পরিবার জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার যে স্বর্গীয় ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন—অতি সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াও শুধু হৃদয়-বলে জগৎ পরাজয় করা যায়, এই যে মহাসত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কেবল এই সকল দিকে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত আকর্ষণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রাদ্ধোৎসব।

১

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ!" কেন দিস্ গালি?
আমার মাথার কিরে,
ও কথা কস্‌নে ফিরে,
ছয় কোটী বুক যে গো হয়ে যায় খালি!
"সাত শ' রাক্ষসী-প্রাণ"
তাঁর নাকি "পিণ্ডদান!"—
ছয় কোটী হৃদি-পিণ্ড আগে দিব ডালি,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ, বড় গালাগালি!

২

বল্—বঙ্গভূমি-শ্রাদ্ধ—শ্রাদ্ধ ভারতের;
এ যে শ্রাদ্ধ মাতৃ-ভাষা,
এ শ্রাদ্ধ উন্নতি-আশা,
এ শ্রাদ্ধ এ পিণ্ডদান, দীন কাঙ্গালের!
সাঁওতাল দেশময়,
হৃদয়ের শ্রাদ্ধ হয়!
সতিনী জ্বালায় হাড় জ্বলিছে যাদের—
বিদ্যাসাগরের কেন?—শ্রাদ্ধ তাহাদের!

৩

কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বেদ সংহিতার-
কার নামে তিলাঞ্জলি ?—
ন্যায়, সত্য, প্রেম, বলি !
আদ্যকৃত্য বাঙ্গালীর আশা ভরসার !
যাদের জনম-শোধ
মমতার পথ-রোধ,
"সপিণ্ড করণ" সেই বাল-বিধবার !
কার শ্রাদ্ধ ?—শ্রাদ্ধ আজি বঙ্গ-অনাথার !

৪

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই ! বালাই !
হৃদয় চমকি ওঠে,
শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই !—
এ দীন পতিত দেশে,
পতিতপাবন বেশে,
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই !—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে, বুক ফাটে তাই।

৫

আজ যদি "পিতৃশ্রাদ্ধ" সারা বঙ্গময়—
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম"
দেখিব তাহারি কর্ম্ম,
হৃদি পিণ্ডে পিণ্ডদান ক'র সমুদয়।
পদ-ধূলি রাখি শিরে,
চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়—
এ যে গো প্রতিষ্ঠা—এতো বিসর্জ্জন নয় !

৬

বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব,
ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, সবে,
"ষোড়শ" সাজাতে হবে !
কোটী ভাই বোন কেউ থেকনা নীরব।
কি করিবে "বৃষোৎসর্গ"
এ বিধি যে আত্মোৎসর্গ !
ফিরে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটী শব !
খুলিয়া বুকের পাতা,
দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে 'বিরাট পুথি' বীরত্বের স্তব !
আজি পিতৃ-প্রীতি লাগি,
হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটী কণ্ঠ রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ—নব মহোৎসব !

৭

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্ম দাও ডালি—
কাঙ্গালী 'বিদায়' যাচে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে—
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙ্গালী !
টাকা পয়সার তরে
আসে নি মা শোকভরে,
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়েগেছে খালি,
দাও মায়ে দাও ভিক্ষা,
মহামন্ত্রে হও দীক্ষা,
'ঈশ্বরের' 'ভাই' হও ছ'কোটী বাঙ্গালি !
জননী হয়েছে আজি 'ঈশ্বর কাঙ্গালী !'

৮

'বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ' ; বড় গালাগালি—
ক'স্‌নে ও কথা ফিরে,
কোটী বুক যায় চিরে,
ছয় কোটী প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি !
এ জাতীয় পিতৃকৃত্য
তবেই হইবে 'নিত্য'
হীনতা নীচতা দাও গঙ্গা-জলে ঢালি !
শেষ সে উদ্যম-আশা,
বুকভরা ভালবাসা,

পুরাও পরাণ পণে, যার কোল খালি!
মহাশ্রাদ্ধ হোক্ শেষ,
'ঈশ্বরে' ভরুক দেশ,
পূজিব সে পিতৃ-মূর্ত্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব—প্রাণগলা আঁখিজল ঢালি!

শ্রী মা।

ইতর প্রাণীর বন্ধু-শোক।

খিদিরপুরে এক ভদ্র পরিবার তিনটি পাতিহংসী পুষিয়াছিলেন। এরূপ জীব পোষাতে পরিবারের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। উহারা কত ডিম্ব যোগায় অথচ যা তা—এমন কি বাটীর আবর্জনা খাইয়া প্রাণধারণ করে। যাহাহউক একদিন নিশাকালে হংসীদের মধ্যে একটা হঠাৎ চিৎকার করিতে লাগিল। চিৎকারে বাটীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিল না, কিজন্য উহা চিৎকার করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিল যে উহা পীড়াজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কেহ কেহ অনুমান করিল উহাকে সর্পদংশন করিয়াছে। পূর্ব্বে পীড়ার কোন লক্ষণ লক্ষিত না হওয়াতে সর্পদংশনই সম্ভব বোধ হয়। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে উহাকে মৃত দেখা গেল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃত্যু অবশ্যই সংঘটিত হইয়াছিল। সঙ্গিনী সহচরী হংসীদ্বয় বন্ধুবিরহে কাতরা হইয়া বিস্তর চিৎকার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ইহা শোকের ক্রন্দন। তাহারা চতুর্দ্দিকে উহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথায় পাইবে? পাওয়া কি যায়? কালের যা যে খাইয়াছে তাহাকে কি আর পাওয়া যায়? জ্ঞানবান্ মনুষ্যই এ কথা বুঝিয়া বুঝেন না, তা ক্ষুদ্রপ্রাণী কি বুঝিবে? বলিতে কি, তাহারা আহার একপ্রকার ত্যাগ করিল, চরিয়া বেড়ান হইতে বিরত হইল, প্রাতঃকালে আগার হইতে বহির্গত হয় নাই। তথায় ম্রিয়মাণা হইয়া থাকিত, যদি কেহ দয়া করিয়া কিছু ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া দিত তো আহার করিত, নচেৎ নহে। মানব-হৃদয়ে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা স্বভাবতঃ বলবতী, স্বভাবের বিকৃত অবস্থায় এই ঐশ্বরিক পরম রত্নের খর্ব্ব দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট প্রাণিসকলে মনুষ্য-সুলভ স্নেহ ও ভালবাসা না থাকুক, উহা যে আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার বিকাশ হইতে পারে। আমাদিগের যেটি দৃষ্টিগোচর হইল, সেইটি দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, কিন্তু উত্তমরূপে যত্নের সহিত দেখিলে নিশ্চয়ই জানা যায় যে, উহারা প্রাত্যহিক জীবনে কত শত বার এইরূপ স্নেহ ও পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরিচয় দিয়া থাকে! প্রাণিগণকে গৃহে রক্ষা কর, লালন পালন কর, উহাদিগের প্রতি সদয়

ব্যবহার কর, নিষ্ঠুরাচরণ করিও না, দয়াধর্ম্ম নীতি অজ্ঞাতসারে শিক্ষা পাইবে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন 'জীবে দয়া, নামে ভক্তি' ধর্ম্মসাধনের প্রধান উপায়। তবে দেখ নিকৃষ্ট গৃহপালিত প্রাণিগণকে ভালবাসা পবিত্র জীবনের অন্যতম অঙ্গ। ইহার অনুষ্ঠানে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও আনন্দ হয়। আমরা যেন এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করি।

গৃহ চিকিৎসা।

(মুষ্টি-যোগ)

সাময়িক প্লাবনে আমাদের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, গৃহ চিকিৎসাও তাহার একটী। গৃহচিকিৎসা কিরূপ উপকারী, ইহার অভাবে বঙ্গমহিলাদিগকে অনেক সময় কিরূপ বিপদে পড়িতে হয়, বামাবোধিনীতে এ কথা অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। আবশ্যক বিবেচনায় এখানে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া অদ্য আমাদের পরীক্ষিত কতিপয় সুলভ ঔষধ দেশীয় ভগিনীদিগের জন্য লিখিতেছি। আজিকার এই ডাক্তার কবিরাজ ছড়াছড়ির দিনে, পেটেণ্ট ঔষধের জাঁকাল বিজ্ঞাপনের দিনে এবং ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথি বাক্স রাখার দিনে, যদি কোনও ভগিনী আমাদের লিখিত "গাছ গাছড়া" প্রভৃতি হইতে উপকৃতা হন, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। তবে গুরুতর রোগে বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগকে উপেক্ষা করিয়া গৃহ-চিকিৎসায় নির্ভর করা সকলেরই অকর্ত্তব্য।

শিশুদিগের উদরাময়ের ঔষধ—দাস্তের রঙ্ যদি হলুদে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ ব্যস্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি সাদা বা সবুজ রঙের দাস্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অপাঙ্গ চিড়চিড়ে * গাছের কতক গুলি শিকড়, একটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লোহার পাত্রে রাখিয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর পক্ষে ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক ব্যবস্থা। সাত আট বৎসরের বালকদিগকেও এ ঔষধ দেওয়া যায়। বয়স বুঝিয়া মরিচের মাত্রা (পূর্ণ মাত্রা ৩টী) ও ঔষধের মাত্রা অধিক পরিমাণে দিতে হয়।

২।৩ বৎসরের শিশুদিগের উদরাময়ে

---

* অপাঙ্গ চিড়চিড়েকে কোন কোন স্থানে শিস্‌অপাঙ্গও বলিয়া থাকে। গার্হস্থ্য চিকিৎসার এক প্রধান অসুবিধা এই যে একই গাছ গাছড়ার নাম, কলিকাতা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন রূপে আখ্যাত। এক জেলার কথা অন্য জেলার লোকের বুঝিতে কষ্ট হয়।

এক ছটাক শীতল জলে একটী পাতি বা কাগজি লেবুর রস দিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবন করাইলে আরাম হয়। এই ঔষধ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও দেওয়া যায়।

সকল প্রকার উদরাময়েই দুগ্ধ পথ্য অপকারী। (চূণের জল দিয়া) বার্লিই সুপথ্য। অভাবে সাগু ও এরারুট দেওয়া যাইতে পারে। মিছরির জল দেওয়া ব্যবস্থা হইলে, খুব পাতলা দেওয়া উচিত। মিছরির জল ঘন হইলে উদরাময়ের বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব।

শিশুদিগের কাশির ঔষধ—ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইলে কাশি আরাম হয়। যদি সর্দ্দি বসিয়া গিয়া কাশি হয় এবং হাঁপানির ন্যায় কষ্টকর হয়, তাহা হইলে আকন্দের পাতায় সরিষার তৈল গরম করিয়া গলায় সেঁক দিলে হয়। একটা মাটীর গামলায় আগুন রাখিয়া তাহাতে আকন্দের পাতা তৈল দিয়া রাখিলেই গরম হয়। ঐ তৈল গরম থাকিতে থাকিতে গলায় ধরিতে হয়। এইরূপে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেঁক দিলে হাঁপানির ন্যায় কষ্ট দূর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের কষ্টকর হাঁপানিতে এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

পেট ফাঁপার ঔষধ—পেটে টার্পিণ তৈল মালিস করিয়া গরম জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেঁক দিলে, প্রায়ই এক ঘণ্টার মধ্যে আরাম হয়। কতক গুলি মৌরি একখানি ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া জলে রাখিতে হয়। সেই জল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে, ইক্ষুচিনি দিয়া, রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে সেবন করাইলে পেট ফাঁপা আরোগ্য হয়।

আমাশয়ের ঔষধ—রাখাল ছিট্‌কী গাছের পাতা ৫।৬টী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া, লৌহ পাত্রে গরম করিয়া খাইলে আমাশয়ের পীড়া আরাম হয়। দিনে তিন বার সেবন করিতে হয়। শিশু হইলে মরিচের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাশয়ের রোগীর যদি জ্বর না হয়, তাহাহইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন চাউলের অন্ন চাই। সেই সঙ্গে ডালিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া আমাশয়ের রোগীকে দেওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে বেল শুঁট দিয়া সাগু, বার্লি প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা।

বেল পোড়া আমাশয়ের রোগীর পক্ষে কিরূপ মহৌষধ, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। বেল কয়লা অপেক্ষা কাঠের আগুনে পোড়ানই ভাল। বেল পোড়া ইক্ষুচিনি দিয়া খাইতে হয়।

পানে চুণ বেশী হইলেই তো গাল পুড়িয়া যায়। সেই চুণ গালের যেখানে লাগে, সেখানে এক রকম ঘা হইয়া থাকে। উহা এরূপ যন্ত্রণাদায়ক যে উহার জন্য অনেক সময়ে আহারাদি করিতে বা কথা কহিতে বড় ক্লেশ হয়। এরূপ হইলে, বাজারে বেণের দোকানে "রসমাণিক্য" বলিয়া একরূপ পদার্থ

পাওয়া যায়, (তাহার আকার বার্‌লেট কালির ডেলার মত), তাহা মধু দিয়া পাথরে ঘসিতে হয়, তাহা হইতে হলুদের রঙের মত যে দ্রব বাহির হয় তাহা ঐ চূণে পোড়া ঘায়ের উপরে দিলে শীঘ্র আরাম হইয়া যায়। সামান্য রকম চূণে পুড়িলে একটু সরিষার তৈল আঙ্গুলে লইয়া ঐ চূণে পোড়া স্থানে মালিস করিলে আরাম হয়।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া নিবারক—খয়ের চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে আরাম হয়। যদি বেশী পরিমাণে রক্ত পড়ে, তাহা হইলে আমরুল পাতা চিবাইয়া দিলে বন্ধ হয়।

গর্ভিণীদিগের প্রসব বেদনার দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ ধড়্ফড়ে ব্যথার সময়ে) যদি ব্যথা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে এক গ্লাস খুব শীতল জল অথবা শীতল দুগ্ধ পান করাও, শীঘ্রই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

আমেরিকার প্রাচীন তত্ত্ব।

আমেরিকার আবিষ্কার অবধি ইহার প্রত্নতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভূত যত্ন ও অর্থ ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান আদিমবাসীরা যে ইহার প্রথম আদিমবাসী নহে, তাহা বহুকাল প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত আমেরিকাময় যে সকল ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় যে ইহা এককালে কোন মহা জাতির বাসস্থল ছিল। শিল্প ও সভ্যতায় তাহারা বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের প্রাধান্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরু, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর স্থানে স্থানে প্রভূত পরিমাণে মৃণ্ময় ফলক সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (Earthen tablets engraved on plastic clay) ফলক সকল সুপরিষ্কৃত কোমল মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, তদুপরি ফিনিসীয় ভাষায় লিখিত। কাঁচা মৃত্তিকায় লিখিয়া ইঁটের ন্যায় পোড়ান হইয়াছে, এক্ষণে তাহা কঠিন প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল ফলকে খৃষ্টীয় শকের দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সকল লিপি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। "তলতেক জাতি, (ইহাদের পুরাবৃত্ত উক্ত ফলক সকলে লিপিবদ্ধ আছে) বহু দূর দেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা অত্যন্ত সভ্য ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাকেই সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলিয়া জানিতেন। জুম (Tzuma) নামে এক ব্যক্তি মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্য-

বর্ত্তী আছেন। তিনি অবতার হইয়া তাঁহাদিগকে সত্য শিক্ষা ও পরিত্রাণ দিবেন, ইহা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ। তাঁহাদিগের রাজারা কেবল দণ্ড-নীতির নহে, ধর্ম্মনীতিরও পরিচালক। সমস্ত জাতি দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শ্রমজীবী এবং চিন্তাশীল। যাজক (পুরোহিত), রাজা, ভাস্কর, শিল্পী, স্থপতি এবং সম্রান্ত ব্যক্তি সকল এই শেষ শ্রেণীভুক্ত। "অরতেক" বা শ্রমজীবী ব্যক্তিরা শূদ্রের ন্যায় অবস্থান করিত, রাজ্য শাসন বা সাধারণ কার্য্যে তাহাদের হস্তক্ষেপ করিবার যো ছিল না। এই জাতি অল্প-কালের মধ্যেই মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় শকের ৪ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া মেক্সিকো পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে মেক্সিকো প্রদেশে এক বর্ব্বর জাতি বাস করিত, তাহারা স্রোতস্বতীর উত্তর তীরে বসবাস করিত; দেশের স্বভাব-জাত ফল মূল, নদীর বা সমুদ্রের মৎস্য এবং বনের পত্রই তাহাদের খাদ্য ছিল। এইরূপে তলতেক জাতি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল আমেরিকায় অবস্থান করিয়াছিল। খৃষ্টীয় শক আরম্ভের শত বৎসর পূর্ব্বে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি পূর্ব্বদেশ হইতে বহুসংখ্যক রণতরী সহ আমেজন নদ দিয়া দেশ মধ্যে প্রবেশ করে ও দেশবাসীদিগকে আক্রমণ করে; তাহারা আস্থলান (Aztlan) বাসী ও আজতেক জাতি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। ইহারা তলতেকদিগকে পরাজয় করিয়া দেশ মধ্যে স্বাধিকার বিস্তার করে এবং দুই তিন শত বৎসর মধ্যে প্রবল প্রতাপে সমস্ত দেশ আয়ত্তাধীন করে। আজতেক জাতিও সাত শত বৎসর ধরিয়া দেশে একাধিপত্য করিয়াছিল, ক্রমে বিলাসপরায়ণ হওয়াতে তাহাদের বাণিজ্য ও শ্রমজাত দ্রব্য সকল হ্রাস হইতে লাগিল, সুতরাং অচিরে সমস্ত জাতির অধঃপতন হইল। খৃষ্টাব্দ আট শতাব্দীতে উত্তর এবং পশ্চিম হইতে চিসিমেক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বর্ব্বর জাতি আগমন করিয়া আজতেক জাতির অধঃপতন সম্পন্ন করে; শিল্প, সভ্যতা, সমৃদ্ধি সমস্তই বহুকাল-ব্যাপী বর্ব্বর যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত হয়—এমন কি সভ্যতাব্যঞ্জক চিহ্ন সকলও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ক্ষীণবল পীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক সকল পলাইয়া পর্ব্বতাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ত্তমান "গুহাবাসী" ও পার্ব্বতীয় (আমেরিকার) লোক সকল তাহাদিগেরই বংশসম্ভূত। কতক গুলি হীনবীর্য্য ভীরু, কাপুরুষ আজতেক আততায়ী চিসিমেকদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেল।"

দগ্ধ মৃণ্ময় পদক সকল হইতে উল্লিখিত প্রাচীন বিবরণ সকল সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে সমস্ত মৌলিক ইতিবৃত্ত তাহা নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধায়ীদিগের মতে

সেমেটিক জাতিরা আসিয়া এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। শেষ চীন তাতারস্থ ভয়ঙ্কর তুরাণি জাতিরা আসিয়া ইহাদের ধ্বংস সাধন করে। অদ্যাপি সেমেটিকদিগের সভ্যতা-ব্যঞ্জক ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী।

এই রত্নপ্রসূ রমণী শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজী ১৭৯৬ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় জনৈক গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার তৃতীয় পুত্র কালীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের পৈতৃক বাটী (কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া মিত্রদের বাটীতে) আনুমানিক ১৮২২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম কৃষ্ণধন, যাঁহার বিষয় সঞ্জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। আর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ।

কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা ৩৬।৩৭ বৎসর বয়সে বিধবা হন। এতদিন কলিকাতায় ছিলেন—প্রথমে পিতৃভবনে, পরে শ্বশুরালয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদৃশ সঙ্গতি না থাকায় তিনি ১৮৩২ কিম্বা ১৮৩৩ সালে ৪টী পুত্রকে লইয়া বারাসত গ্রামে তাঁহার ভ্রাতার আলয়ে আসিয়া আশ্রয় লন। ভ্রাতা কলিকাতা সহরের বণিকদের নিকট সামান্য কাজ করিতেন, আয় অল্পই ছিল। তথাপিও সমস্ত অসহায় আত্মীয়দিগকে আশ্রয়দানে বিমুখ ছিলেন না। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী ও মাসী প্রভৃতিও ঐ পরিবারের মধ্যে বাস করিতেন।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ গৃহে কিরূপ রীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা হইত জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। রাজা রামমোহন রায় আমাদের সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই! কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহ রামমোহন রায়ের স্থাপিত "সমাজে" যাইতেন এবং ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিতেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার স্ত্রী (কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহী) একেশ্বরবাদিনী ছিলেন এবং 'পৌত্তলিক উপাসনা অলীক' একথা স্পষ্টই বলিতেন। তাঁহাদের কন্যা কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা, অল্প বয়স হইতেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। শ্বশুর বাটীতে তাঁহাকে মাছ কুটিতে হইত—জীবন্ত কই কুটা কি নিষ্ঠুরতা তাহা আর পাঠিকাদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে যে নিত্যকৃত্য এই নিষ্ঠুরতার প্রতি অনেক দয়াশীলা হিন্দু রমণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার কথা হইতেছে

এই রমণী স্বীয় বাটী হইতে এই নিষ্ঠুরতা একেবারে নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়ক গল্পটী এই:—একটী বিড়াল তাঁহাদিগকে বড় বিরক্ত করিত। একদিবস কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার জন্য কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতা বিড়ালটীকে ধরিয়া জানালা হইতে গলাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। তিনি দেখিলেন যে একটি কুকুর দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার বোধ হইল যেন কুকুরটী আসিয়া বিড়ালটীকে মুখে করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনাতে ধর্ম্মভীরু নারী ৬ মাস কাল শোকসন্তপ্তা হইয়া আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন তাঁহার এই পাপক্ষালন জন্য তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিতেন এবং তাঁহার এ পাপের মার্জ্জনা হইবে না এই চিন্তাতে নিরতিশয় অসুখী ছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পর একদিন প্রার্থনার পরেই অতি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহার প্রতীতি হইল যে অদ্য তাঁহার সেই অপরাধের ক্ষমা হইল এবং তিনি পুনর্ব্বার সাবধানতার সহিত সংসারের কাজকর্ম্মে মিশ্রিত হইবার আদেশ পাইলেন। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই রমণী নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বৈধব্যাবস্থার পর বারাসতে ৪০ বৎসরের উপর বাস করিয়া পরলোক গমন করেন।

বাল্যাবস্থায় সন্তানদিগের ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগিনী ছিলেন। এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা ও মানুষ, পশু, পক্ষী সকল জীবের প্রতি দয়া—এই দুইটী শিক্ষায় তিনি বিশেষ করিয়া সন্তানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র নবীনকৃষ্ণ মিত্র মেডিকেল কলেজ হইতে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসার দ্বারা বিলক্ষণ যশস্বী হয়েন। তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বারাসতে একটী বাগান বাটী প্রস্তুত করেন। এই বাগানেই কালীকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার মাতা প্রায় ৪০ বৎসর বাস করেন। এই বাগানে অনেক বড় লোকের সমাগম হইত। কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতার সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও পরিতৃপ্ত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং ইনি যতদিন জীবিত ছিলেন, নিয়মিতরূপে বারাসতে গিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। এই পরিবারে এই ৪০ বৎসরের মধ্যে যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই এই নারী ঈশ্বরোপাসনা শিখাইয়াছেন। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের পূজা এই পরিবারে তিনি তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মপ্রতিভার দ্বারা সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।

নিকটস্থ পল্লীর কৃষক ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত তিনি বাটীর ছেলেদের

কোন বৈষম্য করিতেন না। প্রাতঃকালে "ঈশ্বরের নাম করিয়াছ কি না?" সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে যে খাদ্যদ্রব্য থাকিত, তাহা একটু একটু করিয়া ছেলেদের সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। সেই ভাগ এইরূপে কখন কখন হোমিও-পেথি ঔষধের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিত। প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে তিনি গীত, যোগবাশিষ্ঠাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার জন্য বাটীতে ঝগড়া কি কাহারও কোন অন্যায়াচরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি যে পরিবারকে ভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা ধর্ম্মভাব ও সাধু আচরণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত্যুর দিবসেও তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ খর্ব্ব দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে বারাসতস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলে আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যান।

নূতন সংবাদ।

১। ইংরেজরাজ মণিপুরের সিংহাসনের জন্য চূড়াচাঁদ নামে এক অষ্টম বর্ষের বালক মনোনীত করিয়াছেন, রাজকার্য্য অবশ্যই ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে। ইনি রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র এবং কুলচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র। মণিপুর এখন হইতে করদ রাজ্য হইল।

২। কাশিমবাজারের রাণী আর্য্যাকালী স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ নিজব্যয়ে এক স্ত্রী ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ ৪টী বালিকা ৩ টাকা করিয়া, ২য় বিভাগে উত্তীর্ণা ১২টী ২৲ টাকা করিয়া এবং ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণা ৫৭টী ছাত্রী ১৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন।

৪। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৺ প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের পত্নী রাণী রাজকুমারী দাসী পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার হিন্দুধর্ম্মে যেমন নিষ্ঠা ছিল, পরোপকার ব্রতেও ইনি সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহার সাহায্যে অনেক গরিব ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছিল। ইঁহার নিজস্ব সম্পত্তিসকল দাতব্য কার্য্যের জন্য ট্রষ্টির হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

৫। বরিশাল হইতে এক রমণী লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৯ শে শ্রাবণ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে বিদ্যালয়ের

উনবিংশতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বালিকা সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান (দেশীয় ও ইংরেজ মহিলাগণ) একত্র সমবেত হন। স্থানীয় সদাশয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ছেভেজের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা হইয়াছিল, কোন বিশেষ কারণে তিনি না আসিতে পারায়, জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় একটী সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, প্রথমে কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর সম্পাদিকা 'ফুলরেণু' নামক একখানি উপহার পুস্তক পাঠ ও বিতরণ করেন। তৎপর কুমারী প্রমদা দাস "রমণীর শিক্ষা" এবং সম্পাদিকা কুমারী কুসুমকুমারী দাস উনবিংশ শতাব্দী ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সভাপতি সরল ভাষায় বালিকাদিগকে কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতানন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রথমভাগ, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। হিন্দুশাস্ত্রে পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহার অনেকগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত ও অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে গৃহিণীর প্রতি কতকগুলি হিতকর উপদেশ আছে। পুস্তকখানি সকল বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী না হউক, বুদ্ধিমতী পাঠিকা এতৎ পাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। হোমিওপ্যাথিক মতে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এচ, এম, এস, প্রণীত, ২৪পরগণা জয়নগর রিডিং ক্লব হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে বহুমূত্র রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার উৎসাহ লাভের যোগ্য।

৩। সাহিত্যমঞ্জরী—শ্রীভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি *।

ঘন আঁধারের মত বঙ্গদেশ
ছেয়েছে গভীর শোক ;
করি উদযাপন জীবনের ব্রত,
এথাকার রবি আজি অস্তগত,
কোথায় উদিছে নূতন দিনেশ
উজলিতে নব লোক। ১

সেই দানশীল— বিধাতার দান
জ্ঞান পুণ্য তেজোময়,
কাঙ্গাল ভারতে দিয়াছিলা বিধি
কি তপস্যাফলে সে অমূল্য নিধি ?
বিপন্ন উদ্ধারে তনু ধন প্রাণ
সঁপেছিলা সমুদয়। ২

পরের সেবায় সঁপি আপনারে
শ্রম-কর্ম্ম মগ্ন ভবে।
অনেক খেটেছে, থাকে থাক্ কাল,
সায়াহ্ন-শীতল মৃত্যুর আড়াল,—
ভাবিলা বিধাতা, দিতে হবে পরে,
ছুটী তারে দিতে হবে।৩

ত্যজি ধরা, দুঃখ পাপ দাহ ময়,
আর্ত্তনাদ, কোলাহল,
যশঃ অপবাদ তেয়াগিয়া দূরে
লভিলা বিশ্রাম ঋষি দেবপুরে,
বুঝেও সান্ত্বনা মানেনা হৃদয়
নয়নে উথলে জল। ৪

কাঁদে যারা, কাঁদে নিজ পানে চেয়ে
যে যায় সে চলে যায় ;
করম-অরণ্যে পড়ে আছে যারা,
তাঁহার বিরহে দুঃস্থ বলহারা,
সনাথ আছিল যারা তাঁরে পেয়ে,
আজি পুনঃ অসহায়। ৫

আজি, যুগপৎ ব্যথিত পরাণ,
ভকতি-আনত শির,
সে পুণ্য চরিত মনে পড়ে যত,
বুঝি কি দেবতা ধরা হতে গত ;
আপনার স্থান গেলা পুণ্যবান্
ছিল না সে ধরণীর। ৬

দেব দেবধামে, অদর্শনে তাঁর
কাঁদিছে পুরুষ নারী ;
নারী কাঁদিবেনা ? তাঁর মত কেবা
করেছে ভারতে রমণীর সেবা,
রমণী নয়নে হেরি অশ্রুধার
ফেলেছে নয়ন-বারি ? ৭

সে অশ্রু কি শুধু অশ্রুই রহিল—
ধুয়ে গেল বুক তাঁর ?
সে অশ্রু উত্তপ্ত শোণিতের মত
শিরায় শিরায় বহিল নিয়ত,
উদ্দীপনা হয়ে অরাতি মাঝারে
ঘোরতর রণে নিয়োজিল তাঁরে,
অনলের মত কত না দহিল
দুর্নীতি দেশাচার। ৮

রামমোহনের করুণ হৃদয়
কেঁদেছিল এই মত ;

* বেথুন কলেজের মহিলাসভায় পঠিত।

বীরের রোদন নহে অশ্রু জল
ভিজাইতে শুধু নিজ বক্ষঃস্থল,
প্লাবনের মত উপাড়ি তা' লয়
দুর্গতির মূল যত। ৯

দাঁড়ায়ে আপন প্রতিভা আলোকে
ধর্ম্ম বর্ম্ম পরি,
সে বিদ্যাসাগর করিলেন রণ,
অটল অজেয় পর্ব্বত যেমন,
নিন্দা অপবাদ যা দিয়াছে লোকে
নীরবে মাথায় ধরি। ১০

তাঁর সে মমতা— কোমল হৃদয়,
অপূর্ব্ব দর্প তাঁর—
দাঁড়াত যা চির স্বাধীন গৌরবে,
স্বজন সমাজ অবহেলি সবে,—
কুসুমে বিদ্যুতে হেন সমন্বয়
ভারত দেখিবে আর ? ১১

তাঁহার অভাবে শোন চারি ভিতে
উঠিয়াছে শোক গান,
সেই শোক হেথা ডেকেছে সকলে
ভক্তি-অর্ঘ্য আর পাদ্য অশ্রু জলে
লয়ে, তাঁর স্মৃতি এসেছি পূজিতে
হিন্দু ব্রাহ্ম খৃষ্টান। ১২

কোথা তুমি, তাত, মনীষিপ্রধান,
মূর্ত্তিমান্ দয়া স্নেহ,
লুকালে কি সুখ চির তরে তুমি ?
তোমার অভাবে দীনা জন্মভূমি;
রহ, আর্য্য, রহ, আলোক সমান,
উজলি হৃদয় গেহ। ১৩

প্রতিষ্ঠিত রহ নারী হিয়া মাঝে,
তোমার চরিত তবে,
শিখাবে সন্তানে জননীরা সবে,
তাহাদের মাঝে তুমি জীয়ে রবে,
জাগিয়া রহিবে তাহাদের কাজে,
স্বদেশ ধন্য হবে। ১৪

ভক্তিভাজন ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনার্থ মহিলাগণের নিকট হইতে দান সংগ্রহ।

১। শ্রীমতী ভূধরবালা সেন, বহরমপুর	২৲
কলিকাতা হইতে	
২। শ্রীমতী ঘোষ, ৭৬নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট	১৲
৩। উঁহার বাটীর পরিচারিকা নিত্রাদাসী	১৲
৫৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট	
৪। কুমারী কুমুদিনী বসু,	১৲
৫। সুষমা সুন্দরী বসু	১৲
৬। শ্রীমতী অচলবালা বসু	২৫৲
শোভাবাজার রাজবাটী	
৭। শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী	৫৲
৮-৯। ২টী ভদ্র মহিলা, শোভাবাজার	২৲
৪৪নং রাজকান্ত বসুর গলি বাগবাজার	
১০। শ্রীমতী ঘোষ, শ্যামপুকুর	২৲
১১। শ্রীমতী জগদীশ্বরী সেন	২৲
১২। ঐ কিরণকুমারী সেন, বহুবাজার	২৲
১৩। শ্রীমতী মৃণালিনী রায় চৌধুরী, ৭১নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট	২৲
১৪। শ্রীমতী রামরঙ্গিণী দত্ত	২৲
১৫। ঐ জ্ঞানদা সুন্দরী দত্ত,	৫৲
১৬। শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত	৬৬।৵০
১৭। মধ্যভারত—পাণ্ডুয়া	১২৲
১৮। ঐ হোসঙ্গাবাদ	৬৫।০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাসুন্দরী ঘোষ
শ্রীসুবর্ণপ্রভা বসু
সম্পাদিকা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৩ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ ১২৯৮—ডিসেম্বর ১৮৯১। { ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঝটিকা ও স্ত্রীলোকের দয়া— সে দিবস কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝটিকার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, আণ্ডামান দ্বীপে তাহার প্রবল পরাক্রম প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় বাটী চাপা পড়িয়া ৬০ জন কয়েদী মৃত ও প্রায় ২০০ জন আহত হইয়াছে। তীরস্থ নৌকাদি এককালে ধ্বংস হইয়াছে। বন্দরে "এণ্টারপ্রাইজ" নামক একখানি জাহাজ ৭৭ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, তন্মধ্যে ৬ জন মাত্র ভগ্ন কাষ্ঠাদি অবলম্বনে কোনরূপে প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু তাহারা তীরে উঠিতে গিয়া ভীষণ তরঙ্গাঘাতে প্রতিহত হইতে থাকে। এই সময় কয়েকটী স্ত্রী দায়-মাল হাত ধরাধরি করিয়া তরঙ্গ ঠেলিয়া জলমগ্নপ্রায় লোক কয়েকটীর নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল। নারীর প্রাণ কখনও দয়াশূন্য হয় না।

মাদকতা নিবারণ চেষ্টা— আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ইংলণ্ডে ওয়েষ্টহাম নিবাসিনী ৫১৬৩টী রমণী তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যেন মদ ও অহিফেন ব্যবহারে আর সহায়তা না করেন।

ভারত পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ— বোম্বাই গার্ডিয়ান লিখিয়াছেন পৃথিবীতে সদ্যোজাত প্রত্যেক ৬টী শিশুর মধ্যে ভারতে ১টী জন্মে, ৬টী নিরাশ্রয় বালিকার মধ্যে ভারতে ১টী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক ৬টী বিধবার মধ্যে ১টী হাহাকার করে এবং প্রত্যেক ৬টী

মৃত পুরুষের মধ্যে ভারত হইতে ১টী অনন্তধামে যাত্রা করে। ভারতমাতার মত দুঃখিনী কে?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বেলার পরিমাণ—জর্ম্মণির হাম্বর্গ প্রদেশে দীর্ঘতম দিন ১৭ ঘণ্টা, ষ্টকহলমে ১৮॥, সেণ্ট-পিটার্সবর্গে ১৯, ফিনলণ্ডে ২১॥ ঘণ্টা। নরওয়ে দেশের উত্তর ভাগে ২১ এ মে হইতে ২রা জুলাই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১॥ মাস ক্রমাগত দিন, এ সময়ের মধ্যে সূর্য্য আর অস্ত যায় না। উত্তর কেন্দ্রের নিকট গ্রীষ্মকালে দিবা ৬ মাস ও শীতকালে রাত্রি ৬ মাস হইবে আশ্চর্য্য কি?

কাশ্মীরের নূতন বন্দোবস্ত—লর্ড ল্যান্সডাউন সস্ত্রীক ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। রাজা প্রতাপ সিংহ এত দিন পদচ্যুত ছিলেন, এখন তিনি তথাকার কৌন্সিলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রয়াল রেড ক্রশ—আমাদিগের সুযোগ্য প্রধান সেনাপতির পত্নী লেডি রবার্টস আহত ও পীড়িত সেনাদিগের প্রতি দয়াশীলতার জন্য এই রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব—বর্ত্তমান সময়ে থিয়জফীর আকারে বৌদ্ধধর্ম্ম, ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতের অনেক কৃতবিদ্য লোককে স্বদলভুক্ত করিয়াছে। বুদ্ধ গয়ায় কিছু দিন হইল চিন, জাপান, সিংহল ও ভারতের বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণের এক সমিতি হয়, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বুদ্ধগয়া মন্দির প্রার্থনা করিয়াছেন এবং ইহার নিকট জমি কিনিয়া এক বৌদ্ধাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

জাপানে ভূমিকম্প—সম্প্রতি এক ভূমিকম্পে জাপানদ্বীপে ৪০০০ লোক হত ও ৫০০০ আহত হইয়াছে। ৫০০০০ পাকা বাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। "মারে গোঁসাই রাখে কে?"

রুমানিয়ার রাজ্ঞী এলিজেবেথ্।

সভ্যজগতের বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইনি কবি কারমেন্ সিলভার নামে পরিচিতা। এলিজেবেথ, উইডের মৃত রাজপুত্র হারম্যানের কন্যা। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী নিউইড নামক স্থানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। কৌমারেই কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন,—দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই অবলীলাক্রমে ছন্দোরচনা করেন এবং অতি তরুণাবস্থা হইতে সুবিখ্যাত লেখক, কবি, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের নিকট পরিচিতা হন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইনি শিক্ষণীয় সকল বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন এবং অধুনাতন ও

পূর্ব্বকালীন ভাষা সমূহে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কবি রুম্যানিয়ার রাজপুত্র চালার্সের সহিত পরিণীতা হন এবং ১৮৮১ সালের ২২মে তারিখে রাজ্ঞী উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক খণ্ড উপন্যাস ও কবিতা রুম্যানিয়া ভাষা হইতে জর্ম্মণ-ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান ১৮৭৪ সালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। রাজ্ঞী এই অতীব শোচনীয় ঘটনোপলক্ষে যে কবিতাগুলি রচনা করেন, সে গুলি অতি উৎকৃষ্ট। তৎসমুদয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। হেলেন ভেকারেস্কো ইহাঁর প্রাচীনা পরিচারিকা। ইনিও রাজ্ঞী এলিজেবেথের মত গুণশালিনী কবি। রাণী চান ইহাঁর সহিত স্বপুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফার্ডিন্যাণ্ডের বিবাহ হয়। সদস্য বর্গ চান এ বিবাহ না হয়। এই বিষয় লইয়া এখন রুম্যানিয়ায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রিগণ বলিতেছেন যে, একাধারে এরূপ রাজ্যভার ও অলৌকিকী কবিত্ব শক্তি থাকা শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে রাজ্যের বিপদ ব্যতীত মঙ্গল হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রুম্যানিয়া রাজ্যে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল পুনর্ব্বার তাহা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। রাণী অনুনয় বিনয় করিয়াও—এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজপুত্রকে ইত্যবসরে জর্ম্মণিতে পাঠান হইয়াছে। এইত অবস্থা। আবার দেখ রাণী মৃত্যুশয্যায় রহিয়াছেন। বুকারেষ্ট নগরের রাজপ্রাসাদে ইনি এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত অবস্থা বড় মন্দ ছিল। ঈশ্বর এরূপ প্রতিভাশালিনী রমণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন্ এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

আর্য্যমহিলা।

পার্ব্বতী।

সংস্কৃতে উক্ত হইয়াছে "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা"—আমরা বুঝিতে পারি যদি মহাত্মাদিগের ভার্য্যাগণ সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুরূপ হইতে পারেন, তাহা হইলে আর স্বতন্ত্র স্বর্গ অন্বেষণ করিতে হয় না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, লর্ড গ্লাডষ্টোন ও জেনারেল বুথ হইতে এ বিষয়ে আমরা অনেক শিক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু এই সকল মহাত্মা যে ভাগ্যবান্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,

সেই জাতির অস্তিত্ব যখন জগতের অগোচর, তখনই ভারতে এক দেব দম্পতীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারাই হিন্দু সম্প্রদায়ে "হর পার্ব্বতী" বলিয়া পূজিত হইতেছেন। হর পার্ব্বতী হিন্দু-সম্প্রদায়ে আদর্শ দম্পতী। উভয়ের হৃদয়ের যেরূপ বিনিময় হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়াই গুণগ্রাহী আর্য্যগণ মহাদেবের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি" কল্পনা করেন। †

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

প্রকৃত পক্ষে এ মহা শপথ হর পার্ব্বতীতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। হর পার্ব্বতীর চরিত্র আলোচনা করিলে "পরিণয় দুর্ব্বলের পক্ষে পাশস্বরূপ, সবলের পক্ষে মুক্তির সোপান" একথা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। হরগৌরীর দাম্পত্য প্রণয়ে নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা ও বিশ্ব প্রেমিকতা বিদ্যমান। তাই হিন্দুর অনেক ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশে মহাদেব বক্তা ও পার্ব্বতী শ্রোত্রী। ইহাই দাম্পত্য জীবনের চরম উৎকর্ষ। যে মেয়ে কেবল পতিপরায়ণা তাঁহাকে সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যে মেয়ে কেবল সুগৃহিণী তাঁহাকেও সুভার্য্যা বলিতে পারি না, যিনি স্বামীর ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, কর্ম্মে সহকর্ম্মিণী ও সর্ব্বতোভাবে সহযোগিনী, স্বামীর ভিতরে যিনি অনুপ্রবিষ্টা, তিনিই প্রকৃত আদর্শ ভার্য্যা। এই সকল বিষয়ে পার্ব্বতী-চরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ। তাই পার্ব্বতী গুণগ্রাহী হিন্দুর গৃহে "সর্ব্বার্থসাধিকা দেবী" বলিয়া পূজিতা! এমন দেবীকে পূজা করিলে মানব জন্ম সফল হয়, এই জন্য আমরা অযোগ্যতা সত্ত্বেও পার্ব্বতীর পুণ্যময় চরিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, আমাদের অপূর্ণ প্রতিভা প্রতিহত হইলেও পার্ব্বতী-জীবন কোন ক্রমে অসম্পূর্ণ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগকে, পার্ব্বতী চরিত্র সংগ্রহ করিতে পুরাণ ও কাব্যাদির আশ্রয় লইতে হইয়েছে, আর্য্যদিগের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবই ইহার কারণ। যাহাহউক এই পুরাণ ও কাব্যাদিতে পার্ব্বতী যে রূপ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা ভারত মহিলাদিগের "আদর্শ" স্বরূপ হইতে পারে।

পার্ব্বতী দেবী গিরিরাজ-তনয়া। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুমিত হয়, গিরিরাজ পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া আর্য্যগণ গৌরবার্থে তাঁহাকে "হিমালয়" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। যাহাহউক পার্ব্বতী এই গিরিরাজের পত্নী মেনকার অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তানদিগের মধ্যে মৈনাক, একপর্ণা, দ্বিপর্ণা প্রভৃতি পুত্রকন্যার নাম জানা যায়। পার্ব্বতী পিতা মাতার যেরূপ "সর্ব্বস্ব ধন" ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মৃতবৎসার

† অর্দ্ধ নারীশ্বর বিষয়ে যিনি আমাদের কথা অবিশ্বাস করেন,তিনি ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারত পত্রে "ব্রহ্মময়ী" স্তোত্র দেখিতে পারেন।

সন্তান বলিয়াও বিবেচনা হয়। মৃত-বৎসার সন্তান বলিয়াই হউক, অথবা সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তানটীর প্রতি পিতা মাতার মমতা কিছু বেশী বলিয়াই হউক, পার্ব্বতী পিতা মাতার বড় "আদরের মেয়ে" ছিলেন। এই কারণে তাঁহার "উমা, গৌরী, হৈমবতী" প্রভৃতি আরও অনেক নামও ছিল। পার্ব্বতী যে অতি সুবোধ ও সুশীলা ছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের যে টুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝা যায়। বস্তুতঃ "সুকন্যা" নামের উপযুক্ত।

পার্ব্বতী যখন বালিকা, তখন মহাদেব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। সতীর দেহ-ত্যাগের পরেই পার্ব্বতীর জন্ম হইয়াছিল। মহাদেবের দেবোচিত গুণ-গ্রামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। এই গুণের কথা শুনিয়াই পার্ব্বতী অতি বাল্যকাল হইতে আদর্শ পুরুষ মহাদেবকে একান্ত ভক্তি করিতেন। কথিত আছে বালিকা খেলা ধূলা ছাড়িয়া শিবপূজাতেই রত থাকিতেন। শিবের নাম শুনিলে তিনি বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবে প্রণোদিত হইয়া আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস ছিল "সতী"ই পার্ব্বতীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন!" আমরাও এইখানে পার্ব্বতীর অলৌকিক গুণানুরাগের পরিচয় পাইতেছি।

পার্ব্বতীর বয়স যত বাড়িতে লাগিল, শিব-ভক্তিও তত বাড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী যখন তরুণবয়স্কা বালিকা, সেই সময়ে সতী বিয়োগ-কাতর মহাদেব হিমালয়ে তপস্যা করিতে আসিলেন। মহাদেব প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্ব-হিত-ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাদেব, সতী বর্ত্তমানে গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় ত্যাগস্বীকার-পরায়ণ, আবার ত্যাগী হইয়াও দাম্পত্য প্রণয়ের আদর্শ। মহাদেবের ভোগ-বাসনা পরিত্যাগের জন্যেই তিনি দক্ষাদির নিকটে নিন্দিত; সেই ঘৃণার জন্যেই সতী আত্মঘাতিনী; সতীর মৃত্যুর পরেই সেই আত্মত্যাগী মহাদেব ভার্য্যার শব-দেহ লইয়া উন্মত্ত! শিশু মৃত হইলে মা তাহাকে ছাড়িয়া দেন, স্বামী মৃত হইলে ভার্য্যা তাঁহাকে— যেমন করিয়াই হউক বিদায় দেন, কিন্তু মহাদেব তাঁহার সতীর দেহ "শব" বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই! কোম্‌ত ক্লোটিডাকে পূজা করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু মহাদেব তাহার বহুকাল পূর্ব্বে সতীর উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! এ দেবোচিত অনুরাগ কেবল মহাদেবেই সম্ভবে! এমন স্বামীর জন্যে প্রাণত্যাগ করিয়াই সতীর স্বর্গলাভ হইয়াছে! আবার ইহাও বলি, প্রতিপ্রাণা সতীর জন্যে এইরূপ ত্যাগস্বীকার না করিলে, মহাদেবের সহস্র দেবত্ব সত্ত্বেও হৃদয়হীনতা অনুভব করিতে হইত, কিন্তু সে দেবতা সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ।

যাহাহউক মহাদেবকে হিমালয়ে

তপস্যা করিতে দেখিয়া পার্ব্বতী এক পবিত্র সংকল্প করিলেন। সে কল্প কি? মহাদেবের চরণ সেবা করা। শিব পার্ব্বতীর নিকটে আদর্শ দেবতা-রূপে পূজিত ছিলেন, তাই শিবের সেবিকা হইতে পার্ব্বতী-হৃদয় ব্যগ্র হইল।

পার্ব্বতী পিতার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিলেন। পিতা দুহিতার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি জানেন মহাদেব দেবতা; মহাদেব ভোগ-সুখ-প্রিয় সুকুমার নহেন; মহাদেব দুর্ব্বল চেতা তরুণ বয়স্ক পুরুষ নহেন; মহাদেব আত্মসংযমী যোগী, পরব্রহ্ম পরায়ণ সাধু এবং আদর্শ চরিত্রবান্ দেবতা। তাঁহার সাহচর্য্যে পার্ব্বতীর জীবন ধন্য হইবে। স্পর্শমণির সংযোগে লৌহও যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর সাহচর্য্যে সেইরূপ পঙ্কিল হৃদয়ও দেবত্ব লাভ করিতে পারে। এই সকল মনে করিয়া পিতা তাঁহার স্নেহের মুকুলটীকে মহাদেবের চরণে সংস্থাপিত করিলেন। পার্ব্বতী, শিবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিব-চরিত্র বিচিত্র, শিব-চরিত্র অতুল। পার্ব্বতী বালিকা হইলেও তাঁহার গুণগ্রাহিতা শক্তি অলৌকিক। তাই মহাদেবের চরণ-প্রান্তে বসিয়া পার্ব্বতী তাঁহার যতই গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠিকা-ভগিনী মনে করিবেন, পার্ব্বতী কুমারী, মহাদেব মৃতদার। পার্ব্বতীর মনে হইল, এই আত্মসংযমী বিশ্ব-প্রেমিক দেবতার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন সফল হয়। এই দেবতা যদি পার্ব্বতীর জীবনের পরিচালক হন, তাহা হইলেই এই জীবন-কলিকা উপযুক্ত রূপে বিকাস পাইতে পারে। এই খানে বালিকা পার্ব্বতী ও অন্য রমণীর ইতর বিশেষ সহজে বুঝা যায়। ইন্দ্রাদি দেবতার প্রতি অনুরক্ত হওয়া অনেকের পক্ষে সহজ, কিন্তু পার্ব্বতীর মত হৃদয় না থাকিলে নিবৃত্তি-পরায়ণ সন্ন্যাসী মহাদেবের মূল্য কেহই বুঝিতে পারে না! এই জটা-বিলম্বিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহের অভ্যন্তরে যে কি মহত্ব কি দেবত্ব বিরাজমান, তাহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে! অথচ পার্ব্বতী বালিকা! (এই জন্যেই বুঝি লোকে কথায় বলে "মূলা কত বড় হবে, তাহা প্রথম পাতাতেই বোঝা যায়"।) আর পার্ব্বতীর পতি-ভক্তিই বল, আর পতি-প্রেম বল, পার্ব্বতীর যে অনুরাগ এক সময়ে "আদর্শ" হইয়া উঠিবে, তাহা প্রথমে আমরা দেখিতেছি—গোড়ার দিকে ভক্তি, আগার দিকে ভালবাসা; ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভালবাসা দাঁড়াইয়াছে। রমণীর দেবতাও স্বামী, তাই ভালবাসার মূলে ভক্তিভাব চাই, এই রকম ভালবাসার নামই "পবিত্র ভালবাসা!" এই রকম ভালবাসাই ভার্য্যার শিক্ষণীয়।

কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভালবাসাও পার্ব্বতীকে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হইয়াছিল, কারণ শিব সন্ন্যাসী, তাহাতে সতী-গত প্রাণ। পার্ব্বতী শিবের প্রতি অনুরক্তা একথা জানিতে পারিলে, প্রতিদান দূরে থাকুক, হয়ত পার্ব্বতীর সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাই পার্ব্বতী আত্মগোপন পূর্ব্বক শিব-সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ইহাতেই পার্ব্বতীর ভালবাসার নিঃস্বার্থ ভাব ও গভীরতা, এবং বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বিতা অনুমান করা যাইতেছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে একদিন (পার্ব্বতীর গভীর অনুরাগ বুঝিয়াও দেবগণের চক্রান্তে) মহাদেবের অজেয় হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল—একদিন ক্ষণকালের জন্য শিব পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহা দুর্ব্বলতা নহে, শিব-চরিত্র দুর্ব্বলতার অতীত। তাঁহার একদিকে সহৃদয়তা ও কোমলতা, অন্যদিকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্ব। সহৃদয়তার জন্যই শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় তৎক্ষণাৎ এ ইচ্ছা সংযত হইল। অন্য লোকের পক্ষে যাহাই হউক, পার্ব্বতীচরিত্র সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া, পার্ব্বতী শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্য কি না তাহা বিশেষরূপে না বুঝিয়া, শিব তাঁহাকে জীবন-পথের সহচরী করিতে পারেন না। দুর্ব্বলচেতা মানবেরা আপনাকে "অবস্থার বা ঘটনার দাস" বলিতে পারে, ঘটনা-স্রোতে তাহাদের সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞান ভাসিয়া যাইতে পারে; বিবেক শক্তি সজীব না থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে, যোগাভ্যাস ও আত্ম-সংযম লাভ হয় না।* মহাদেবে সংযম শক্তি সজীব, বিবেক জাগ্রত, তাই তাঁহার দেব-শক্তিতে দুর্ব্বলতা হারিয়া গেল, পবিত্রতার আগুনে প্রলোভন পুড়িয়া "ভস্ম" হইল। ইহাইতো বীরত্ব! আয়াসে আত্মসংযম ত প্রকৃত দেবত্ব!—দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুরতা কে বুঝিত? প্রবৃত্তি না থাকিলে নিবৃত্তির গৌরব কেমনে থাকিত? এইরূপ চিত্তজয়ী না হইলে মহাদেবের "দেবত্ব" কে জানিতে পারিত? যিনি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া সংসারে প্রতি পদক্ষেপ করিবেন, যিনি ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি মহদ্ব্যক্তিই হউন আর ক্ষুদ্র ব্যক্তিই হউন, আত্মসংযমে তাঁহার পূর্ণ অধিকার। আর কিছু না পারিলেও তিনি "চরিত্রবান্" হইতে পারিবেন। "চরিত্র" রক্ষা বিষয়ে মহাদেব আদর্শ স্থানীয়—সে জ্ঞানের জন্য নহে; অভ্যাস গুণে।

এই দিন হইতে মহাদেব পার্ব্বতীর সংস্রব ছাড়িয়া দিলেন। মহাজ্ঞানী মহাদেব, পার্ব্বতীতে সহৃদয়তা, উচ্চাশয়তা ও পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি

*বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উদাহরণ।

সদগুণাবলী আছে কিনা, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে চিরজীবনের সহকারিণী রূপে নিযুক্ত করিবেন না; এরূপ স্থলে পার্ব্বতীর সংস্রব পরিত্যাগ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যাহা "কর্ত্তব্য" বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হয়, সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে মহাদেব সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছেন। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান যাঁহার, তাঁহার মত মহানুভব কে?* যিনি সংসার সমুদ্রের গরল আত্মসাৎ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার স্পর্শে পাপও পুণ্য হয়, বিষও অমৃত হয়, তাঁহার মত মহাশক্তিমান্ কে? ভূত পিশাচেরা যাঁহার স্নেহাস্পদ—চিতার ভস্ম যাঁহার চন্দন, তাঁহার মত সমদর্শী কে? যিনি কুবেরের ধনেও নিস্পৃহ, শ্মশান যাঁহার সুখের গৃহ, তাঁহার মত নির্ব্বিকার কে? যিনি বিশ্ব-হিতৈষণা-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শারীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন (১) যাঁহার পারিবারিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্বসেবা, তাঁহার মত বিশ্বপ্রেমিক কে? যিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী, আসক্তিবিহীন অনুরাগী, তাঁহার মত ক্ষমতাবান্ কে? যিনি পার্ব্বতীর মত রমণী রত্নের অনুরাগভাজন হইয়া, নিজে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ধর্ম্মের জন্যে, কর্ত্তব্য পালনের জন্যে পার্ব্বতীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার মত চিত্তজয়ী বীর কে?—এই জন্যেই বলিতেছি শিব-চরিত্র সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ, মহাদেব সকল জাতিরই পূজ্য, নমস্য ও ভক্তিভাজন হইতে পারেন।

শিব হিমালয় পরিত্যাগ করিলেন, পার্ব্বতীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। এত দিন শিবের চরণ সেবা করিয়াই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হইতেছিল, সে সৌভাগ্য ও সহসা ফুরাইল! আর এ জীবনে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভরসাও রহিল না! কিন্তু শিবকে না পাইলে পার্ব্বতীর জীবন বিফল! পার্ব্বতীর যদি চাহিবার কিছু থাকে, তবে সে মহাদেব। তাই শিব হিমালয় ছাড়িয়া গেলে তিনি আর পিতৃগৃহে গেলেন না—পিতা মাতার স্নেহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না, যেখানে মহাদেব সতীর জন্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্ব্বতী, তরুণ বয়সে তপস্বিনী হইয়া সেইখানে মহাদেবের জন্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। প্রিয় ব্যক্তির অভাবে তাঁহার স্মৃতিই সুখের, তাঁহার জন্যে ত্যাগ স্বীকারেই শান্তি। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য যে কারণে, পার্ব্বতীর তপস্যাও সেই কারণে।

মহাদেব এ তপস্যার কথা জানিতে পারিলেন। সত্য সত্যই পার্ব্বতী,

* আর একজন আদর্শপতি রামচন্দ্র, সে কথা পরে বলিতে ইচ্ছা রহিল।

(১) মহাদেব শবচ্ছেদন করিতেন, সে কথা প্রসিদ্ধ। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত ছিলেন, "বৈদ্যনাথ" ও "তারকেশ্বর" হইতে ইহা বোধগম্য হয়।

প্রঃ লেঃ

তাঁহার অজ্ঞাতে (?) তাঁহার সতীর স্থান অধিকার করিতেছেন! পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ ভালবাসা সত্য সত্যই সেই সন্ন্যাসী শিবের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তুমি বঙ্গীয় ভগিনি! স্বামীর স্নেহভাগিনী হইতে পারিলে না বলিয়া নীরবে কাঁদিও না—রাগ করিও না, উপবাস করিয়া স্বামীকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিও না। তোমার স্বামীকে খুব ভালবাসা দাও, স্বার্থপরতা ছাড়িয়া শুধুই ভালবাসা দাও, কেবলই দিতে থাক, একদিনও ফিরিয়া চাহিও না, ভালবাসিয়াই সুখী হও, দেখিবে একদিন তোমার স্বামী "পাষাণহৃদয়" হইলেও সহৃদয় হইবেন; একদিন তোমার নিষ্ঠুর স্বামী স্নেহময় স্বামী হইবেন, একদিন—তাঁহাতে যদি এক বিন্দু মনুষ্যত্ব থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন তিনি তোমার ভালবাসার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। ভালবাসা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাস্ত্র, বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। যাহাতে মহাদেবের অজেয় হৃদয়ও আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা মর জগতে "অব্যর্থ" কে না বলিবে?

তথাপি মহাদেব বীর, মহাদেব দেবতা। পার্ব্বতী মহাদেবের সহধর্ম্মিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কি না, যুগল হৃদয় মিশিয়া এক হইতে পারে কি না, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কিনা সে বিষয়ে এখনও তাঁহার সন্দেহ আছে। এমনও হইতে পারে পার্ব্বতীর হৃদয়পূর্ণ অনুরাগ, বালিকা-হৃদয়ের স্বাভাবিক চঞ্চলতা মাত্র। মহাদেবের হৃদয়ের ইতিহাস বুঝিয়াছিল একজন মাত্র, শিবচরিত্রের বৈচিত্র্য জানিয়াছিল একজন মাত্র, সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী "সতী"। বালিকা পার্ব্বতী তাঁহার স্থান অধিকার করিবে কি করিয়া? বালিকা, সতীর মত মহাদেবের হৃদয়জ্ঞা মনোজ্ঞা হইবে কি করিয়া? তাই মহাদেব পার্ব্বতীর চিত্ত পরীক্ষার্থ ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" মতাবলম্বী হইলে, "যেমন জোটে তেমনি" ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাদেবের উদ্দেশ্য অনেক উপরে।

ছদ্মবেশী মহাদেব পার্ব্বতীর সম্মুখে গিয়া "শিব-নিন্দা" করিতে লাগিলেন। বলার উদ্দেশ্য, মহাদেবের ভোগবিলাস নাই, তাঁহার স্ত্রী যে দশখানা অলঙ্কার পরিবেন সে আশা নাই; মহাদেবের গৃহ শ্মশানে, রাজকুমারী সেখানে থাকিতে পারে না; তার পরে মহাদেবের আত্মজ্ঞান (বা কাণ্ডজ্ঞান) কিছুই নাই, এরূপ অবস্থায় মহাদেবের সহিত বিবাহ হওয়াতে কেবল ক্লেশই লাভ হইবার সম্ভাবনা। যদি বিবাহ করিতেই "সাধ" হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণের পত্নী হইলে সকল সুখভোগ হইবে। মহাদেব—বিজ্ঞ

মহাদেব বুঝিয়াছিলেন, যদি বালিকা কোনও পার্থিব সম্পদের লোভে শিবকাঙ্ক্ষিণী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সকল শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবে।

পার্ব্বতী বয়সে বালিকা হইলেও তাঁহার হৃদয় বিশালতর। তাঁহার অনুরাগ, চক্ষের ভালবাসা নহে। রূপ, গুণ, ধন, মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা নহে। তাহা হইলে ইন্দ্র চন্দ্র ছাড়িয়া, বায়ু বরুণ ছাড়িয়া (আমাদের দেশের ভাষায় বলিতে হইলে বলি যে, হ্যাট্ কোটপরা তেড়িকাটা, ছড়িওয়ালা ছাড়িয়া) সংসারত্যাগী, সুখভোগবিরত, মহাদেবের চরণাকাঙ্ক্ষিণী কেন? পার্ব্বতী বুঝিয়াছেন, শিব বিশ্বজগতে অমূল্য রত্ন। তাই তিনি মহাদেবেই মুগ্ধ; মহাদেবই সুন্দর, মহাদেবের যাহা কিছু তাহাই সুন্দর। মহাদেবের দেহ ভস্মাবৃত হইলে ভস্মও সুন্দর, মহাদেব ব্যাঘ্রবাসধারী হইলেও ব্যাঘ্রবাসও সুন্দর, মহাদেবের শ্মশান গৃহ, ভূত প্রেত সঙ্গী, ভিক্ষা জীবিকা, বৃষ বাহন হইলে সেই সকলও সুন্দর। মহাদেবই সৌন্দর্য্যময়!—শিবের শিবত্বই সৌন্দর্য্যময়! এ রকম তন্ময়তা না থাকিলে কি পার্ব্বতী "আদর্শ পতিপ্রাণা" শব্দের যোগ্যা হইতেন? জগতে যে (ধার্ম্মিকের বা মহাত্মার) পত্নী এইরূপ পতিপ্রাণা, তিনি যে জাতিতে জন্মিয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে সহস্র প্রণাম করি, আর সমগ্র বঙ্গমহিলাকে তাঁহার পদাঙ্ক লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলি।

সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় আরাধ্য দেবতার নিন্দা পার্ব্বতীর সহ্য হইল না, কেহই সহিতে পারে না। তাই হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বালিকা, যোগীর সমক্ষে বলিতে লাগিলেন,—

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলি॥"

শুনিয়া মহাদেবের সন্দেহ দূর হইল—আত্মপ্রশংসা শুনিয়া নহে। নিজের প্রশংসায় প্রীত হইয়া স্তাবকের নিকটে আত্মবিক্রয় করা মহাদেবের

মত দেবতার কার্য্য নহে। মহাদেব বুঝিলেন, যদি জগতে শিব-চরিত্রের মর্য্যাদা কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে সে এই বালিকা! যদি মহাদেবের বাম পার্শ্বে আদর্শ সতী "সতী"র অধিকৃত স্থানে বসিবার উপযুক্ত কেহ থাকে, তবে সে এই মহাপ্রাণা বালিকা! এই বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিলেই মহাদেব জীবন-পথের প্রকৃত সঙ্গিনী পাইতে পারেন। বালিকা পার্ব্বতীতে শিবের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মহাদেব যথাবিধি পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মণি-কাঞ্চনে যোগ হইল।

ইহার পরে পার্ব্বতীর গার্হস্থ জীবন। গৃহকার্য্যে পার্ব্বতী কিরূপ সুশিক্ষিতা ও ও সুনিপুণা ছিলেন, তাঁহার "অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তিই ইহার প্রমাণ। যে স্ত্রী স্বহস্তে স্বামীর অথবা স্বামি-গৃহের কার্য্য করিতে চাহেন না, তাঁহার "পতিপ্রাণতা" যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, ভারতভূমির উপযুক্ত নহে। প্রাণপণে স্বয়ং পতিসেবা করিবে, তাঁহাকে স্বহস্তে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে, তাঁহার অসুখের সময়ে নিজে তাঁহার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিবে, তাঁহার গৃহে যাহাতে কোনও অভাব না আসিতে পারে—তাঁহার আয় যেরূপ হউক না কেন, তাহাকে অঋণী রাখিয়া সুগৃহিণীগণায় গৃহের সকল অভাব দূর করিতে হইবে—ইত্যাদিই ভারতমহিলার শিক্ষণীয়। দেবী পার্ব্বতীতে আমরা ইহাই দেখিতেছি। মহাদেব অন্নপূর্ণার প্রস্তুত অমৃতান্ন আহার করেন। পার্ব্বতীর শুশ্রূষায় শিব বিষপানেও অমর। মহাদেব "ভিখারী" হইয়া—অর্জ্জনস্পৃহা ত্যাগ করিয়াও রাজরাজেশ্বর; অন্নপূর্ণার গুণে তাঁহার গৃহে অভাব নাই। কেবল মহাদেব কেন, অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি মাত্রকেই আহার দান করেন; তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই ভারতকন্যাগণ রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিত হন, তাঁহাদের বিশ্বাস "অন্নপূর্ণার নামেও অন্নাদি 'অমৃতান্ন' হইবে, একগুণ আয়ে পাঁচ গুণ ব্যয় করা যাইবে;" ইহার অপেক্ষা গার্হস্থ জীবনে আর গৌরবের কি আছে?

পার্ব্বতীর ধর্ম্মজীবনও অপূর্ব্ব। মহাদেব সনাতন ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ। তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশগুলি পার্ব্বতীকে দেবীরূপে, মহাশক্তিরূপে গঠিত করিয়াছিল। "ভার্য্যা-ধর্ম্ম" শিক্ষা দিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে সম্পূর্ণরূপে, আপনার অনুরূপ করেন। ইহাই ভার্য্যাজীবনের চরমোৎকর্ষ। জ্ঞানী ও সাধু পতির সহিত আধ্যাত্মিক মিশ্রণই ভার্য্যার ভার্য্যাত্ব। পার্ব্বতীতে তাহার সম্পূর্ণতা বিদ্যমান; আর কি চাও?

পার্ব্বতী আদর্শ রমণী, শিব আদর্শ পুরুষ। পার্ব্বতী শিবগতপ্রাণা, শিবও শক্তিগতপ্রাণ। আর্য্যগণ এই অলৌকিক প্রেম এই আধ্যাত্মিক মিলন বুঝিয়াছিলেন, তাই শিবের "অর্দ্ধনারীশ্বর"

মূর্ত্তির অবতারণা। স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়—ভালবাসার যত রূপান্তর থাকে হরপার্ব্বতীতে সে সমস্তই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন—"বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বদ্ধ জগতের পিতা মাতা হরপার্ব্বতীর বন্দনা করি"। *

ফুল—সুগন্ধি ফুল বনে ফুটিলে স্নিগ্ধ বায়ু সুগন্ধ বহন করিলেই তাহার ফুল-জন্ম সার্থক হয়! আর গুণবতী রমণী গুণবান্ স্বামীর "ভার্য্যা" হইলেই তাঁহার নারী-জন্ম সার্থক হয়। পার্ব্বতী রমণী-কুলের রত্ন ছিলেন, মহাদেবের মত দেবতার দেবত্ব হইতেই সে রত্ন এত উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছিল। পুরুষরত্ন মহাদেব সেই গুণবতী দেবীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা নিম্ন লিখিত কয়েক ছত্রেই বোধগম্য হয়; মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"শক্তিং বিনা মহেশানি! শিবোঽহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি! শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ।
ঈশ্বরোঽহং মহাদেবি! কেবলং শক্তিযোগতঃ॥" ইত্যাদি

পার্ব্বতীর অভাবে শিবের শিবত্ব থাকে না। নিজগুণে যে রমণী, মহাদেবের মত আদর্শ স্বামীর নিকটে এতাদৃশী গৌরব ও প্রীতির পাত্রী তাঁহার পদধূলি স্পর্শ করিয়াও রমণীরা কৃতার্থ হইতে পারেন (১)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মহাদেব বিশ্ব-সেবাব্রতে ব্রতী। যাহাতে পৃথিবী সুখ-শান্তির আগার হয়, "অসুরের" পরিবর্ত্তে "দেবতার" রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, "ভূত পিশাচেরাও" কৃপাপাত্র বিবেচিত হয়, শিব এই সকল মহদুদ্দেশ্য রক্ষা করিতে ব্যস্ত। পার্ব্বতী এ সকল কার্য্যেও শিবের সহযোগিনী—সহকর্ম্মিণী। পাঠিকা ভগিনি! তুমি কি পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিতে লজ্জিতা হইবে?—যদি হও তাহা হইলে মনে ভাবিয়া দেখিও, যে আর্য্য-জাতি এই পার্ব্বতীকে "দেবী" বলিয়া পূজা করিয়াছেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন? না যাঁহারা বলিতে ইতস্ততঃ করেন তাঁহারা কুসংস্কারাপন্ন? এ রকম দেবী যে দেশে পূজিতা হন, সে দেশের লোক এক দিন না এক দিন গৌরবাস্পদ হইতে পারে।

এই আদর্শ দম্পতীর পরিণয়-ফল-স্বরূপ যে সন্তানটী জন্মিয়া ছিলেন তিনিও "দেবকুমার"—পার্ব্বতী যাঁহার মা, মহাদেব যাঁহার বাপ, সেই সৌভাগ্য-

* বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। রঘুবংশ।

(১) অদ্যাপিও হিন্দুবালিকারা ব্রতবিশেষে বর চাহে "যেন দুর্গার মত পতি-সোহাগিনী হই" "দুর্গার মত" পতিসোহাগিনী হওয়া কুমারীদিগের প্রার্থনীয় একথা স্বীকার করি, কিন্তু ভার্য্যা যদি দুর্গার মত নিঃস্বার্থ পতিপ্রাণা হন—নচেৎ স্বামীকে "স্ত্রৈণ" কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে। প্রঃ লেঃ।

বানের যেরূপ দেবত্ব লাভ হইতে পারে, হর-পার্ব্বতীর পুত্র কুমার বা কার্ত্তিকেয় সেইরূপ দেবত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে ও জিতেন্দ্রিয়তায় কার্ত্তিকেয় "আদর্শ" স্বরূপ। বিশ্বহিত বা লোকহিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি কৌমার্য্য অবলম্বন করেন, সেই জন্মেই "কুমার" আখ্যা প্রাপ্ত হন। অতএব আমরা বুঝিতেছি, পার্ব্বতী আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভার্য্যা, আদর্শ মাতা ও আদর্শ গৃহিণী। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ জীবন অতি বিরল। তাই আমাদের এই ক্ষীণ ও অস্ফুট প্রতিভা সে দেবী-জীবন বর্ণনা করিতে অক্ষম। কিন্তু আমরা অক্ষম হইলেও সে দেবী সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণা।

আর একবার পার্ব্বতি! সিদ্ধেশ্বরী-রূপে অভাগিনী বঙ্গ-জননীর মনোরথ সিদ্ধ করিতে আসিবে কি মা? এই নিরানন্দ ভবনে আনন্দময়ীরূপে আসিবে কি মা? এই কাঙ্গালের পুরে একবার রাজরাজেশ্বরী রূপে আসিবে কি মা? এই নিরন্ন দেশে একবার অন্নপূর্ণারূপে আসিবে কি মা? একবার বঙ্গভূমির মৃতবক্ষে অমৃতধারা ঢালিবে কি মা? যে মহাশক্তি রূপে "মহামোহকে" বিনাশ করিয়া "মহিষমর্দ্দিনী" আখ্যা পাইয়াছিলে, সেই দেবী-মূর্ত্তিতে এই অশক্ত দেশে দাঁড়াইবে কি মা? এস! মা! এস! ভারতের অমূল্য রত্ন! মা'র কোলে ফিরিয়া এস!—একবার শক্তিহীনা ভক্তিহীনা, মলিনপ্রাণা বঙ্গকুমারী তোমার চরণতলে মাথা লুটিয়া বলিবে—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি
নমোঽস্তু তে।"

শ্রীমা।

ষষ্ঠীর কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষা অতি অদ্ভুত সংক্রামক পদার্থ। ভাষার ন্যায় সংক্রামক আর নাই। মানবের মনোভাব—যাহার অন্য নাম জ্ঞান, তাহা মানবের বাক্‌যন্ত্র প্রসূত ধ্বনিতে বাহির হইয়া বাহিরে আইসে এবং বাহিরে আসিয়া যাহার যাহার কর্ণপথে প্রবিষ্ট হয়, তাহার-তাহারই জ্ঞানসংক্রম সমাধা করে অর্থাৎ তাহাকে তাহাকেই জ্ঞানী করায়। যে মনুষ্য জন্মাবধি কোনও মানবীয় ভাষা শুনে নাই, সে মানবে মানবীয় জ্ঞানের ও মানবীয় ভাষার অভাব থাকিবেই থাকিবে, অন্যথা হইবে না। সদ্যঃপ্রসূত শিশু ও মূক অর্থাৎ বোবা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। শিশু শুনে নাই বলিয়া বলিতে পারে না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক হইতেছে

যে, বোবা ও গোঙা এক নহে। বোবা স্বতন্ত্র, গোঙা স্বতন্ত্র। বোবা আদৌ বলিতে ও বুঝিতে পারে না, কিন্তু গোঙা অস্পষ্ট বলে ও সমুদায় কথা বুঝে। বোবা মাত্রেই বধির ; কিন্তু গোঙা বধির নহে। অনেকেই ভাবেন, বোবার বাগিন্দ্রিয় নাই, তাই সে কথা বলিতে কহিতে পারে না। বস্তুতঃ তাহা নহে। তাহাদের কর্ণ, তালু, আলজীব, প্রভৃতি স্থানাষ্টকবিশিষ্ট বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও তাহারা ভাষাজ্ঞানে বঞ্চিত। বাগ্‌যন্ত্র নাই এমন নহে, পরন্তু তাহাদের ভাষ্য বস্তুর জ্ঞানের অভাব আছে। তাহাদের কণ্ঠ ধ্বনির প্রতি মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের সেই ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্র বিহীন পশুর ধ্বনি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের বাগ্‌যন্ত্র আছে ; পরন্তু তাহাদের বলিবার যোগ্য জ্ঞান নাই। বোবারা বচনীয় পদার্থ জানে না, চেনে না, শুনে না, তাই তাহারা বোবা অর্থাৎ বলিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোবা মাত্রেই জন্মবধির। জন্ম-বাধির্য্য ব্যতীত বোবা হয় না। বোবা বধির কিনা, তাহা তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। বোবারা জন্মাবধি মানবীয় ভাষা প্রয়োগে বঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহারা মানবীয় নানাজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। তাহারা যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানবীয় ব্যবহারাদি দর্শন করে, তাহারই দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আনুমানিক জ্ঞান জন্মে এবং তাহাতেই তাহাদের দেহযাত্রা কথঞ্চিৎ নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু যাহারা মানবীয় ব্যবহার পর্য্যন্ত দেখে নাই বা দেখিতে পায় না, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আমাদের পুরাণলেখক ঋষিরা ও উক্ত মেয়েলী ষষ্ঠীর কথা এই তথ্যটুকু গল্পছলে বুঝাইয়া দিয়াছেন বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাণে অনেকগুলি মৃগ-পালিত, পশু-পালিত ও পক্ষিপালিত মনুষ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রোক্ত ষষ্ঠীর কথাতেও মার্জ্জারপালিত মনুষ্যের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। অবশ্যই এই সকল কথা উপরোক্ত মিলনানন্তর পোষকতা করিতে সমর্থ। হয়ত পুরাণের কথায় ও মেয়েলী ষষ্ঠীর কথায় বিশ্বাস হইবে না। যদি তাহা না হয়, তবে আধুনিক সংবাদ পত্রের প্রচারিত ব্যাঘ্র পালিত মানবের বৃত্তান্ত স্মরণ কর, তাহাতে অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। করিতে পারেই বা কে? ইংরাজদিগের দেখা ও লেখা মিথ্যা হইলে জগৎ সংসার সর্ব্বৈব মিথ্যা হইবে। যাহাই হউক, আমরা প্রস্তাবিত ষষ্ঠীর কথার পোষকার্থে পশ্চাৎ ২টী বাঘ মানুষের বিবয় উদ্ধৃত করিলাম। পাঠিকাগণ দেখুন, সে গুলি যদি সত্য হয় ত তোমাদের ষষ্ঠীর কথা সত্য হইবে। আমরা ষষ্ঠীর কথা সত্য বলিতে প্রস্তুত নহি। আমরা ইহাই দেখাইতে চাহি যে, পূর্ব্বকালের রচিত মেয়েলী কথার মধ্যে কত জ্ঞান ও কত বিজ্ঞান লুক্কায়িত আছে।

বাঘ মানুষ। *

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের সময় ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটি মানুষের বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স তখন ৬ অথবা ৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাহিত না। সে যে অনাথনিবাসে থাকিত, সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং মাংস ও হাড় রান্না করিয়া খাইতে দিতে বলিলেন। এই মানুষ বাচ্চাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোকই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব গিয়া দেখিলেন, সে বাগানে ছুটাছুটী করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতরভাবে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না, কেবল "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলেবেলাকার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই দুই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপভাবে তাহাকে অধিক দিন বাঁচিতে হইল না। বালক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের পীড়া হইল। সেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব দূর হইতে লাগিল এবং সে ক্রমেই পোষমানিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায় বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার, তথাপি দয়ালুস্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেকক্ষণ গিয়া থাকিতেন ও তাহাকে আদর করিতেন। কত চেষ্টাতেও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যুদিন যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন, তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন, তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটি বাহির হইল। ডাক্তারসাহেব চাহিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

[উদ্ধৃত]

কিছু দিন হইল, কানপুরে একটি

---

* নারীশিক্ষা ১ম ভাগে এ সম্বন্ধে যে দুইটী আখ্যায়িকা আছে, তাহা বামাবোধিনীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। এক জন ইংরাজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে, দেখিতে খুব বলবান্ এবং দৃঢ়কায়। চুলগুলি ও পরিধেয় বস্ত্র বেশ মোটামুটি পরিষ্কার। দেখিলে খুব ছোটলোক অথবা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ মানুষকে কেমন ভদ্র লোকের মত দেখায়। চক্ষু দুটি ভয়ানক রক্তবর্ণ, দেখিলে ভয় করে এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লকলকে, কাহারও প্রতি কোন উপদ্রব করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, ছোট ছোট ছেলেপিলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে ও সতৃষ্ণনয়নে তাকায়। যাহাই হউক, সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

বাঘ মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী ১০ বৎসরের মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড়, তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিল, তখন সে চারি হাত পায়ে চলিত। কিছুকাল হাঁসপাতালে রাখার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়া দিলেন ও মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজসাহেব বিলাত চলিয়া যাইবার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। উক্ত ইংরাজমহিলা যখন তাহাকে সেই সময় সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে যোড়হাত করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর ও স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মানুষাকৃতি ব্যাঘ্রস্বভাব জীব মদ খাইতে শিখিয়াছিল। একটী ইংরাজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত। সেই দোষে ইংরাজ মহিলা আর তাহাকে তত যত্ন করেন নাই। না করিলেও সে সেখান হইতে পলাইয়া অন্যত্র যায় নাই। এখনও সে পয়সা কড়ি পাইলে তাহা দিয়া মদ খাইয়া থাকে।

এই অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার এখন প্রায়ই মনুষ্যের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহার কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একদিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিষয়ে আর কোন কথা শুনা যায় নাই। *

* এরূপ ঘটনা অর্থাৎ বাঘের দ্বারা মনুষ্য শিশুর প্রতিপালন কি প্রকারে সংঘটন হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যাহারা বাঘ মানুষ দেখিয়াছেন, তাহারা অনুমান করেন, আসন্নপ্রসবা নারী ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যাঘ্র ক্রোড়ে প্রসব করিয়া মৃতা হয়। ব্যাঘ্রী সেই ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ক্রোড়স্থ শিশুকে আপনার মনে করে ও স্তন্য দিয়া বাঁচায়, অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শিশু অন্য কোন রূপে বাঁচে।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা।

চতুর্থ প্রস্তাব-শেষাংশ।

রক্ষণশীল সম্প্রদায় আবার ইহার ঠিক্ বিপরীত কথা বলেন। তাঁহাদের মতে স্ত্রী স্বাধীনতা বিষম অনর্থকরী। উচ্চ শিক্ষার আশয়ে স্ত্রীজাতি স্কুল কলেজে পড়িতে যাইবে, তাহা হইলে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে কে? সন্তানের প্রসূতি যদি দেশে বিদেশে, সমুদ্রে, পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবে, তাহা হইলে ছেলেদের চলিবে কি করিয়া? তাহারা ক্ষুধার সময়ে আহার্য্য, পীড়ার সময়ে শুশ্রূষা ও সর্ব্বদা যত্ন, কাহার কাছে পাইবে? অতএব স্ত্রীজাতি যেরূপে আছে, সেইরূপেই থাকুক—স্ত্রীলোকদিগকে সমাজ বা স্বদেশের ভাবনা ভাবিয়া মাথা ব্যথা করিতে হইবে না, সংসারে তাহাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে না—গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন এবং পুরুষের আজ্ঞা বহন করাই স্ত্রী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিতে পারাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। এখনও যে বাঙ্গালা দেশ স্বনামখ্যাত রহিয়াছে, সে কেবল স্ত্রীজাতি পুরুষদিগের শাসনাধীনে রহিয়াছে বলিয়া। রমণী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে না, প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান আসন পাইবে, ঘরের বউ রাজপথে দাঁড়াইয়া একজন ইংরেজ কি জর্ম্মণের সহিত আলাপ করিবে, সে কি ভীষণ দৃশ্য! ভাবিতেও হৃৎপিণ্ড চমকিয়া উঠে!—জাতি বিশেষে যাহাই হউক, বাঙ্গালী কখনই সেরূপ হইতে পারে না, হইলে তাহাদের সংসার বা সমাজ কিছুই থাকে না। স্ত্রীশিক্ষা যাহা হইতেছে তাহাই ভাল, অধিক শিখাইয়া বঙ্গীয়

(গ) শিক্ষা ও সংসর্গ মানুষের মনুষ্যত্বের কারণ ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পুরাকালের মাতা ও ভার্য্যাগণ স্বামী প্রভৃতিকে কীর্ত্তিমান দেখিতেই প্রয়াস পাইতেন। শত্রুভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের আত্মীয়াগণ উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনঃ প্রেরণ করিতেন। আর্য্য মহিলাগণ স্বামী প্রভৃতির বীরোচিত মৃত্যুতে কাতর হইতেন না, কাপুরুষোচিত কার্য্যে তাঁহাদিগকে রত দেখিলেই মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। বর্ত্তমান বঙ্গনারীগণ স্বামী পুত্র প্রভৃতিকে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। বঙ্গবাসী উৎসাহে উত্তেজিত হইয় কোন শুভকার্য্য করিতে গেলে, মাতার আর্ত্তনাদে, স্ত্রীর অনুনয়ে, ও কন্যার অশ্রুধারায় বিকলচিত্ত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এই হেতু বাঙ্গালীরা বলেন "স্ত্রীলোক উন্নতির অন্তরায়," কিন্তু সেও তাঁহাদের গুণে; শিক্ষা সংসর্গ ও সংস্কার এ দুর্ব্বলতার মূল। বাঙ্গালীরা আর্য্যবংশোদ্ভব, তাই বঙ্গ মহিলার কথা বলিতে আর্য্য মহিলার কথা বলিলাম।